POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا
مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا
مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

তোমরা কখনও পুণ্য অর্জন করিতে পারিবে না যে পর্যন্ত না তোমরা যাহা ভালবাস উহা হইতে খরচ কর, এবং যাহা কিছু তোমরা খরচ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা উত্তমরূপে অবগত আছেন ।

(আলে ইমরান: ৮৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly
BADAR Qadian
Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা
23

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 6 জুন, 2019 2 শওয়াল 1440 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

দৃষ্টিশক্তিহীনতা দুই প্রকারের। এক, চোখের এবং দ্বিতীয় অন্তরের। চোখের দৃষ্টিহীনতা ঈমানের উপর কোন প্রভাব ফেলে না, কিন্তু অন্তরের দৃষ্টিহীনতা ঈমানকে প্রভাবিত করে। এই কারণে প্রত্যেক ব্যক্তির আল্লাহ্ তা'লার কাছে অনুনয় বিনয় সহকারে সর্বক্ষণ এই দোয়ারত থাকা অত্যন্ত জরুরী যে, আল্লাহ্ যেন তাকে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেন এবং শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিরাপদ রাখেন।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

প্রত্যেকে পরকালের সফরের জন্য প্রস্তুত থাকুন

হুযুর (আ.) বলেন: এই মূহুর্তে আমার বলার উদ্দেশ্য হল, যেহেতু মানুষের জীবনের কোন ভরসা নেই, তাই যত সংখ্যক মানুষ এখন আমার কাছে একত্রিত আছেন, আমার মতে হয়তো পরবর্তীতে এরা সকলে আর সমবেত হতে পারবেন না। এরই মাঝে আমি দিব্য-দর্শনে দেখি, আগামী বছর কিছু ব্যক্তি থাকবেন না। যদিও আমি একথা বলতে পারি না যে, এই কাশফ বা দিব্য দর্শন কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে পূর্ণ হবে। আর আমি জানি এটি এই জন্য যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি পরকালের সফরের জন্য প্রস্তুত থাকে। যেরূপ আমি এইমাত্র উল্লেখ করলাম যে, আমাকে কারো নাম বলা হয় নি। কিন্তু আমি আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় সম্পর্কে জানি যে, 'নিয়তি'-এর একটি সময় রয়েছে আর অবশ্যই এই নশ্বর পৃথিবীকে ছেড়ে যেতে হবে। এই কারণে একথা বলা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে যে, এই মূহুর্তে এখানে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি আমার কথাকে কল্প-কাহিনী হিসেবে গণ্য না করে। বরং এই উপদেশ আল্লাহ্‌র পক্ষ আদিষ্ট থেকে এবং একজন মামুর মিনাল্লাহ্ -এর পক্ষ থেকে যে অত্যন্ত হিতাকাঙ্খা ও আন্তরিক বেদনা নিয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা বলে।

আল্লাহ্ তা'লার উপর ঈমান

অতএব বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আমি জানাতে চাই যে, ভালভাবে স্মরণ রেখো! আমি পুনরায় বলছি, মন দিয়ে শোন এবং হৃদয়ে কথাগুলিকে স্থান দাও, কেননা আল্লাহ্ তা'লা এক অতীব মহান সত্তা, যিনি নূর। যেরূপ তিনি নিজ গ্রন্থ কুরআন করীমে নিজের অস্তিত্ব এবং একত্ববাদকে জোরালোভাবে এবং সহজবোধ্য যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা একথাটি প্রমাণ করেছেন। যারা এই মহাশক্তিশালী সত্তার শক্তিমত্তা ও বিস্ময়কর নিদর্শন দেখার পরও সংশয় ব্যক্ত করে এবং সন্দেহ করে, বস্তুতঃ তারা অত্যন্ত দুর্ভাগা। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মহাশক্তিশালী সত্তার প্রমাণ হিসেবে বলেছেন- اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (ইব্রাহিম, আয়াত: ১১) অর্থাৎ আল্লাহ্ অস্তিত্ব সম্পর্কেও কোন সন্দেহ থাকতে পারে যিনি যমীন ও আসমানের সৃষ্টিকর্তা? দেখ এটি তো অত্যন্ত সহজ ও স্পষ্ট বিষয়। একজন সৃষ্টিকে দেখে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করতেই হয়। একটি উৎকৃষ্ট মানের জুতো বা সিন্দুক দেখে মানতেই হয় যে এগুলি কারিগরের দ্বারা তৈরী। কিন্তু বিস্ময়ের অন্ত থাকে না, যখন আল্লাহ্ তা'লা অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ খোঁজা হয়। এমন কারিগরের অস্তিত্বকে কিভাবে অস্বীকার করা যেতে পারে যার শত-সহস্র বিস্ময়কর কর্মকান্ড দ্বারা এই পৃথিবী ও নভমণ্ডল পরিপূর্ণ? অতএব , নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ, প্রকৃতির এই বিস্ময় এবং সৃষ্টি, যেখানে মানুষের কোন হাত নেই বা তার বুদ্ধি কোনও আসতে পারেনা, এসব কিছু দেখেও যদি কোন নির্বোধ খোদা তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করে তবে সেই হতভাগা ব্যক্তি শয়তানের থাবার নীচে আবদ্ধ রয়েছে। তার ইসতেগফার করা উচিত। খোদা তা'লার অস্তিত্বকে কোন যুক্তি প্রমাণ ও চাক্ষুস অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অস্বীকার করা হচ্ছে না, বরং মহাসম্মানিত আল্লাহ্‌র কুদরত ও পৃথিবী ও নভমণ্ডলময় বিস্ময়কর সৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ করেও তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা বড়ই দৃষ্টিশক্তিহীনতার পরিচায়ক।

দৃষ্টিশক্তিহীনতা দুই প্রকারের। এক, চোখের এবং দ্বিতীয় অন্তরের। চোখের দৃষ্টিশক্তিহীনতা ঈমানের উপর কোন প্রভাব ফেলে না, কিন্তু অন্তরের দৃষ্টিশক্তিহীনতা ঈমানকে প্রভাবিত করে। এই কারণে প্রত্যেক ব্যক্তির আল্লাহ্ তা'লার কাছে অনুনয় বিনয় সহকারে সর্বক্ষণ এই দোয়ারত থাকা অত্যন্ত জরুরী যে, আল্লাহ্ যেন তাকে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেন এবং শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিরাপদ রাখেন।

পরকালের উপর ঈমান

শয়তানের প্ররোচনার অন্ত নেই। সব থেকে ভয়াবহ কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা যা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হয়ে তাকে ইহকাল ও পরকালের বিষয়ে সর্বস্বান্ত করে দেয়, তা হল পরকালের বিষয়ে। কেননা অন্যান্য উপায় উপকরণ ছাড়া পরকালের উপর ঈমানও সকল পুণ্যকর্ম ও সাধুতার এক অপরিহার্য মাধ্যম। আর মানুষ যখন পরকাল এবং সেই সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে কল্পকাহিনী মনে করে বসে তখন সে বাতিলের খাতায় চলে যায় আর সে উভয় জগত হারিয়ে বসে। এই কারণে যে, পরকালের ভীতিও মানুষকে মারেফাতের প্রস্রবণের দিকে ক্রমশ টেনে আনে। আর প্রকৃত মারেফাত খোদাভীতি ছাড়া অর্জিত হতে পারে না। অতএব, স্মরণ রেখো! পরকাল সম্পর্কে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হওয়া ঈমানকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেয় এবং শুভপরিণামে বিচ্যুতি দেখা দেয়।

পুণ্যবানদের জীবনযাপন

পৃথিবীতে যে সমস্ত পুণ্যবান, সাধু ও জগতবিমুখ মহাপুরুষ গত হয়েছেন, যাদের রাতগুলি কেয়াম ও সেজদারত অবস্থাতেই অতিবাহিত হয়েছে। তোমরা কি মনে কর, তারা দৈহিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী বা সবল ও সুঠাম দেহের কোন পালোয়ান ছিলেন? না, ভালভাবে স্মরণ রেখো! দৈহিক শক্তির জোরে সেই কাজ কখনই করা সম্ভব নয় যা আধ্যাত্মিক শক্তি করতে পারে। আপনারা হয়তো এমন অনেক মানুষ দেখেছেন, যারা প্রত্যহ তিন-চার বার আহার করে। তাদের খাদ্য তালিকায় পোলাও অন্যান্য নানান সুস্বাদু, পুষ্টিকর ব্যঞ্জন থাকে। কিন্তু পরিণাম কি দাঁড়ায়? সকাল পর্যন্ত নাক ডেকে ঘুমোতে থাকে। ঘুম তাদের উপর প্রভুত্ব করে, এতটাই যে, ইশার নামাযও তাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। তাহাজ্জুদ গুযার হওয়ার কথা তো ছেড়েই দিলাম।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৬-৩৮) (ভাষান্তর: মির্যা সফিউল আলাম)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বেলজিয়াম সফর, ২০১৮

(হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণের শেষাংশ)

জঙ্গ নিউজ -এর প্রতিনিদি প্রশ্ন করেন যে, আপনি আহমদী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু। অপরদিকে আপনি মুসলমানদের সংখ্যা গরিষ্ঠশ্রেণীরও ধর্মীয় পথ-প্রদর্শক। আমাদের মত সাধারণ মানুষের জন্য সমস্যার বিষয় হল আমরা কার কথা বিশ্বাস করব? ধর্মের প্রসঙ্গ উঠলে চোখ বন্ধ করে সব কিছু বিশ্বাস করে নেওয়াই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি জানতে চাই যে, সমাজের মধ্যে যেখানে অবিরাম এক চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে, সেই সূত্রে আপনি কি পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনের বিরোধীতা করবেন নাকি আপনার কাছে এর জন্য অন্য কোন কর্মসূচি রয়েছে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা প্রত্যেক সেই কাজ করি যার অনুমতি ও আদেশ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল দিয়েছেন। আঁ হযরত (সা.)-এর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্' পাঠ করে সে মুসলমান। কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধচলাকালীন এক সাহাবী এক বিরোধীকে হত্যা করেন। নিহত হওয়ার পূর্বে সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্' পাঠ করে। এই কথাটি আঁ হযরত (সা.)-এর কর্ণগোচর হয়। সাহাবী বলেন, হে রসুলুল্লাহ (সা.) সেই ব্যক্তির তরবারির ভয়ে ভীত হয়ে কলেমা পাঠ করেছিল। একথা শুনে আঁ হযরত (সা.) বললেন, তুমি তার বুক চিরে দেখেছিলে? তিনি (সা.) চরম ক্ষোভের সঙ্গে বার বার একথার পুনরাবৃত্তি করছিলেন আর এতবার দুঃখ প্রকাশ করছিলেন যে, সাহাবী বলেন, আজকের পূর্বে আমি যদি মুসলমানই না হতাম!

আমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্' অন্তর থেকে পাঠ করি নাকি মৌখিকভাবে করি, সেকথা পাকিস্তানের পার্লামেন্ট যদি আমাদের বুক চিরে দেখে থাকে, তবে প্রমাণিত হল যে আঁ হযরত (সা.)-এর থেকেও তার মর্যাদা উচ্চতর। তিনি তো অন্তর্যামী ছিলেন না, কিন্তু এরা অন্তর্যামী হওয়ার দাবী করছে। এই কারণেই আমরা বলি, পার্লামেন্টের সেই সমস্ত আইন আমরা মেনে চলি যা আমাদেরকে ধর্মাচারণ করতে বাধা দেয় না। আমি যদি নিজেকে মুসলমান হিসেবে দাবি করি, অথচ পার্লামেন্ট লক্ষ বারও বলে যে তুমি মুলমান নও, তবে যত কঠোরতাই আসুক , আমি তা সহ্য করে নিব, মুসলমান হওয়ার দাবি ত্যাগ করব না। পাকিস্তানের অন্যান্য আইনের যতদূর সম্পর্ক, সেক্ষেত্রে আপনারা দেখুন আহমদীরা আইন মেনে চলে এবং এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যেখানে ধর্মের প্রশ্ন আসে সেখানে আমি ধর্ম মেনে চলি, এর দ্বারা কারো ক্ষতি সাধিত হচ্ছে না। আমি কারো সম্পদ লুট করছি না, দস্যুবৃত্তি করছি না, দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছি না, বরং নিজেকে মুসলমান দাবি করে নামায পড়ি। এর জন্য আপনি বলছেন আমাকে তিন বছর কারাদণ্ড ভুগতে হবে, তবে সেও ভাল। আমি এর জন্যও প্রস্তুত আছি। এই কারণে আমি নিজেও কারাগারে থেকেছি। আপনি পাকিস্তানের জেলের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তাও বলতে পারি। এটি একটি অত্যাচারপূর্ণ আইন যা পৃথিবীর কোন সংবেদনশীল মানুষের কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়। জিন্নাহ যে পাকিস্তানের রূপরেখা অঙ্কন করেছিলেন সেখানে ধর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ছিল, প্রত্যেকটি মানুষ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীন ছিল। জিন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে ধর্মীয় স্বাধীনতার কারণেই তিনি একজন খৃষ্টধর্মাবলম্বীকে প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত করেছিলেন। কমান্ডর ইন চিফ বা বায়ুসেনার প্রধানও খৃষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন। এছাড়াও তিনি চৌধুরী স্যার যাফরুল্লাহ্ খান সাহেবকে বিদেশমন্ত্রীর পদে বসিয়েছিলেন। এই সমস্ত বিষয় থেকে স্পষ্ট যে, যদিও মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক দেশ হিসেবে পকিস্তান গঠিত হয়েছিল, কিন্তু সেই ধাঁচে যেভাবে মদীনার শাসন ব্যবস্থায় ধর্মীয় স্বাধীনতাও ছিল। আপনি যদি একথা বলেন যে, যেহেতু পার্লামেন্ট বলছে তাই তোমরা নিজেদেরকে অ-মুসলিম বলে স্বীকার করে নাও। তবে এর উত্তর হল, আমি কেন নিজেকে অ-মুসলিম বলব যখন কিনা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের উপর বিশ্বাস রাখি। কুরআন করীমে সূরা 'নিসা'য় বর্ণিত হয়েছে, 'যে ব্যক্তি তোমাকে সালাম করে, তাকে একথা বলো না যে তুমি মোমিন নও। ' তাই যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের নির্দেশের সঙ্গে সরাসারি সংঘাত দেখা দেয়, তখন আমাদের নিজের অবস্থান স্পষ্ট করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। তবে হ্যাঁ, অন্যন্য সকল বিষয়ে আমরা আইনের প্রতি অনুগত। আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলছি, আইন মেনে চলার বিষয়ে আমাদের থেকে বেশি অনুগত কেউ নেই। জনসংখ্যার বিচারে আপনি যে কোন শহরের অনুপাত দেখুন এবং সেখানকার স্থানীয় প্রশাসনের কাছ থেকে জেনে নিন যে, আহমদীরা আইনের প্রতি বেশি অনুগত নাকি অন্যরা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: পৃথিবীতে এই কারণেই বিপ্লব এসেছে। ঘানার সংসদের এক সদস্য যিনি আহমদী, তিনি আমাকে বলছিলেন, জেলের আইজির সঙ্গে আমাদের বৈঠক হচ্ছিল। সেখানে প্রসঙ্গ ওঠে যে অপরাধের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে আসে যে কোন শ্রেণীর মানুষ তুলনামূলকভাবে বেশি অপরাধের সঙ্গে জড়িত। সেখানে দেখা যায় যে, এক্ষেত্রে মুসলমানরাই এগিয়ে। যার প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, আমি আহমদী আর দাবির সঙ্গে বলতে পারি যে, আহমদী মুসলমানেরা অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকে না। আপনি পরবর্তী মিটিংয়ে জরিপ করে দেখুন যে, কোন আহমদী মুসলমানও কি অপরাধের সামিল হয়েছে। পরবর্তী রিপোর্ট এলে জানা যায় যে, অন্যান্য মুসলমানেরা অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও আহমদী মুসলমানেরা নেই। এটিই তো বিপ্লব। ইসলামের সঠিক শিক্ষা তো আমরাই উপস্থাপন করছি। আপনি আমাদেরকে বলবেন নিজের ছেলের নাম খালিদ রাখবে না, বল যে তোমরা মুসলমান নও, সালাম করবে না। কোন খৃষ্টান 'আসসালামো আলাইকুম' উচ্চারণ করলে তাতে অসুবিধার কিছু নেই। কিন্তু কোন আহমদী সালাম করলেই দুই-তিন বছরের কারাদন্ড ভোগ করতে হবে। এটি কোন আইন? এটি তো প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এক পাকিস্তানি সাংবাদিক বলেন, আমার ধর্মবিশ্বাস অনুসারে আমি প্রত্যেক নিপীড়িত ও অত্যাচারিত ব্যক্তির সঙ্গী এবং অত্যাচারীর বিরোধী। ' ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'- আপনাদের এই উদ্ঘোষ সকলকে সন্নিবিষ্ট রেখেছে।

এর প্রতিক্রিয়া হুযুর আনোয়ার বলেন: খুব ভাল কথা, আঁ হযরত (সা.) বলেছিলেন, অত্যাচারী ও অত্যাচারীতের সাহায্য কর। যা শুনে সাহাবাগণ প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমরা অত্যাচারিত ব্যক্তির সাহায্য নিশ্চয় করতে পারি, কিন্তু অত্যাচারী ব্যক্তিকে কিভাবে সাহায্য করব? এর উত্তরে আঁ হযরত (সা.) বলেছিলেন, তোমরা তার অত্যাচারকে প্রতিহত করতে সাহায্য করতে পার। এই পন্থাতেই আপনারা তার প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ করতে পারেন। আর যারা অত্যাচারিত তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করবেন সে বিষয়টি তো স্পষ্ট। অতএব, 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'- এর অর্থ হল অত্যাচারীর জন্য দোয়া করুন যে, তারা যেন খোদার শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পায়। এটি সমগ্র মানবতার প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ এবং তাদের জন্যও যারা অত্যাচারিত বা অসহায় বা শান্তিপ্রিয়- আপনারা তাদের জন্য দোয়া করুন যেন অত্যাচারীদের হাত থেকে রক্ষা পায়। এটিই হল ভালবাসা সকলের তরে-' এর অর্থ। আপনি এই দিক থেকে সঠিক কথাই বলেন যে, আঁ হযরত (সা.)-এর হাদীস অনুযায়ে আমি সঠিক কথা বলছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অত্যাচারী হাত প্রতিহত কর, তাকে সাহায্য কর, তার জন্য দোয়া কর। যদি তোমরা হাত দ্বারা প্রতিহত করতে না পার, তবে কথার দ্বারা, আর কথার দ্বারা না পারলে তার জন্য দোয়া কর। এটিই তার জন্য সাহায্য স্বরূপ। একথা সত্য যে, প্রত্যেকের জন্য সমান ভালবাসা হতে পারে না। ভালবাসার স্তর পাল্টে যায়। একদা হযরত আলি (রা.) -এর পুত্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি কি আমাকে ভালবাসেন? তিনি উত্তর দিলেন- হ্যাঁ ভালবাসি। এরপর পুত্র জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি আল্লাহকেও ভালবাসেন?' এর উত্তরে হযরত আলি (রা.) উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ ভালবাসি।' এর পর তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন যে, এই দুই ভালবাসা কিভাবে একত্রে থাকতে পারে? এর উত্তরে হযরত আলি (রা.) উত্তর দিলেন, যখন আল্লাহ্‌র ভালবাসার প্রশ্ন আসবে, তখন তোমার ভালবাসাটি পিছনে থেকে যাবে। অতএব এইভাবেই অত্যাচারীর প্রতি ততক্ষণ ভালবাসা থাকবে যতক্ষণ অত্যাচারিত সামনে থাকে না। অত্যাচারিত সামনে এলে তার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ পাবে। আর অত্যাচারীর প্রতি সহানুভুতির দাবি হল তাকে আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি থেকে রক্ষা করা।

জলসা সালানা বেলজিয়ামের সমাপ্তি অধিবেশনে হুযুর আনোয়ারের ভাষণ

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের উপর আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ, তিনি আমাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে মান্য করার তৌফিক দান করেছেন। এই যুগে যখন কিনা পৃথিবীর সর্বত্র অরাজকতা বিরাজ করছে, সবাই দিশেহারা হয়ে পড়েছে, নেতৃত্বের অভাবে ভুগছে আর যাবতীয় সমস্যবলী দূরীকরণের উপায়কে ঘিরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রয়েছে, ঠিক সেই সময় আল্লাহ্ তা'লা অপ্রকাশিত পথ উন্মোচন করে আমাদের পথপ্রদর্শন এবং তাঁর সঙ্গে মিলন সাধন ও সৃষ্টির অধিকার প্রদানের উদ্দেশ্যে যে প্রত্যাদিষ্ট

এরপর ৯ এর পাতায়..

জুমআর খুতবা

এটি খোদার প্রতাপ যা কাফেরকে অন্তরসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে।

আল্লাহ্ তা'লা সেই ব্যক্তির সাহায্যকারী হবেন যে আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হবে। অপরদিকে তিনি সেই ব্যক্তিকে অসম্মানিত করবেন যে ত্যাকে অস্বীকার করেছে। ”

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবী

হযরত উবায়েদ বিন আবু উবায়েদ আনসারী আউসী, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন নুমান বিন বালদামা, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমায়ের, হযরত আমর বিন হারিস, হযরত আব্দুল্লাহ বিন কাব, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন বিন কায়েস, হযরত সালমা বিন আসলম, হযরত উকবা বিন উসমান, হযরত আবুদল্লাহ্ বিন সাহাল, হযরত রুতবা বিন রাবিয়া রাযিআল্লাহ্ আনহুম ও রাযু আনহুম-এর জীবনালেখ্য।

হযরত সাবেব যাদা মির্যা বশীর আহমদ এম.-এর দৌহিত্রি এবং হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)এর মামি মাননীয়া সাহেবযাদী সাবিহা বেগম সাহেব (সাহেবযাদা মির্যা আনোয়ার আহমদ সাহেবের স্ত্রী)-এর মৃত্যু সংবাদ ,তাঁর প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ৩রা মে, , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (৩ হিজরত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ আমি যেসব বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করব তাদের মাঝে প্রথম নাম হলো হযরত উবায়েদ। তার পুরো নাম ছিল হযরত উবায়েদ বিন আবু উবায়েদ আনসারী মুহ্সী। ইবনে হিশামের মতে তিনি অউস গোত্রের বনু উমাইয়া বংশোদ্ভুত ছিলেন। হযরত উবায়েদ মহানবী (সা.) এর সাথে বদর, উহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

(উসদুল গাবা, ফি মারেফাতুস সাহাবা, পৃ: ৫৩৮-৫৩৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত, ২০০৮ সাল) (আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৬৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত, ২০০১ সাল) (আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০৫-৩০৬, দার আহইয়াতুত তুরাসুল আরবী দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৬) এর বেশি তার সম্পর্কে জানা যায় নি।

দ্বিতীয় যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন নোমান বিন বালদামা। হযরত আব্দুল্লাহ্-র দাদার নাম বালদামা বা বালযামা-ও বলা হয়ে থাকে। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু খুনাস বংশের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন নোমান হযরত আবু কাতাদা-র চাচাতো ভাই ছিলেন। তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৭১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত, ২০০১ সাল) (আল আসাবা ফি তামীযিস সাহাবা, ৪র্থ ভাগ, পৃ: ২১৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত, ২০০৫ সাল)

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমায়ের। তিনি বনু জিদারা গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এক উক্তি অনুযায়ী তার পিতার নাম উমায়ের-এর পরিবর্তে উবায়েদও বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে কেউ কেউ তার দাদার নাম আদী বর্ণনা করেছেন, অথচ কেউ কেউ হারেসা উল্লেখ করেছেন। ইবনে হিশাম বনু জিদারাকে তার গোত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন, আর ইবনে ইসহাক বনু হারেসা বর্ণনা করেছেন।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৬৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত, ২০০১ সাল) (আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৭৭, দার আহইয়াতুত তুরাসুল আরবী দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৬) এরা উভয়েই ঐতিহাসিক।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত আমর বিন হারেস। তিনি বনু হারেস গোত্রের সদস্য ছিলেন। কেউ কেউ তার নাম আমর বর্ণনা করেছেন, অথচ অন্যরা তার নাম আমেরও বলে থাকেন। তার উপনাম ছিল আবু নাফে। হযরত আমর প্রাথমিক যুগেই মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইথিওপিয়ার দ্বিতীয় হিজরতে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৬৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত, ২০০১ সাল) (আল ইসতিয়াব ফি মারেফতুল আসহাব লি আবি উমর। , ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫৫, দার আহইয়াতুত তুরাসুল আরবী দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০২) (উসদুল গাবা ফি মারেফাতুস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ২০০৮)

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কাব। তিনি বনু মাযেন গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল কাব বিন আমর আর মাতার নাম ছিল রুবাব বিনতে আব্দুল্লাহ্। তিনি হযরত আবু লায়লা মাযনি-র ভাই ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কাবের এক পুত্রের নাম ছিল হারেস যিনি যুহায়বা বিনতে অউস এর গর্ভজাত। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কাব বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) তাকে গনিমতের সম্পদের নিগরান নিযুক্ত করেছিলেন। এছাড়া অন্যান্য উপলক্ষ্যেও মহানবী (সা.) এর 'খোমোস'-এর (যুদ্ধ লব্ধ সম্পদে আল্লাহ ও রসূলের জন্য নির্ধারিত এক পঞ্চমাংশ সম্পদের) নিগরান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কাব উহুদ, খন্দক এবং এছাড়া অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে যোগদান করেন। হযরত উসমানের খিলাফতকালে ৩৩ হিজরীতে মদিনায় তার মৃত্যু হয়। হযরত উসমান (রা.) তার জানাযার নামায পড়ান। তার উপনাম আবু হারেস এর পাশাপাশি আবু ইয়াহিয়া-ও বলা হয়ে থাকে।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৭৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত, ২০০১ সাল) (আল ইসতিয়াব ফি মারেফতুল আসহাব লি আবি উমর। , ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০৫, দার আহইয়াতুত তুরাসুল আরবী দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০২) (আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬৮, দার আহইয়াতুত তুরাসুল আরবী দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৬) (উসদুল গাবা ফি মারেফাতুস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৭০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ২০০৮)

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েস। তিনি বনু নাজ্জার গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার দাদার নাম সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থে অধিকাংশ ক্ষেত্রে খালেদ বর্ণিত হয়েছে, অবশ্য তাবাকাতুল কুবরায় তার নাম খালাদা লেখা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েস-এর পুত্রের নাম ছিল আব্দুর রহমান এবং কন্যার নাম ছিল উমায়রা। তাদের উভয়ের মায়ের নাম ছিল সুয়াদ বিনতে কায়েস। এদের

পাশাপাশি তার আরও এক কন্যা ছিলেন যার নাম ছিল উম্মে অউন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েস বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ বিন উমারা আনসারীর মতে তিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু অপর এক উক্তি অনুযায়ী তিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন নি, বরং তিনি জীবিত ছিলেন আর মহানবী (সা.) এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং হযরত উসমান-এর খিলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৭৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত, ২০০১ সাল) (আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫৮, দার আহইয়াতুত তুরাসুল আরবী দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৬)

ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে কোথাও কোথাও মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, তাই আমি সেগুলোও উল্লেখ করছি।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত সালামা বিন আসলাম। হযরত সালামা বিন আসলাম বনু হারেসা বিন হারেস গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল আসলাম। এক উক্তি অনুযায়ী তার দাদার নাম ছিল হারীশ,কিন্তু অপর উক্তি অনুযায়ী তার নাম ছিল হারীস। তার ডাকনাম ছিল আবু সাদ।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৬৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত, ২০০১ সাল) (আল ইসতিয়াব ফি মারেফাতুল আসহাব লি আবি উমর। , ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৯৮, দার আহইয়াতুত তুরাসুল আরবী দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০২)

হযরত সালামা বিন আসলাম এর মায়ের নাম ছিল সুয়াদ বিনতে রাফে। তিনি বদর, উহুদ, খন্দক এবং এছাড়া অন্যান্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বদরের যুদ্ধে সায়েব বিন উবায়েদ এবং নোমান বিন আমরকে বন্দি করেছিলেন। হযরত সালামা বিন আসলাম হযরত উমরের খিলাফতকালে জিসর্ এর যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন, যা ফোরাৎ নদীর তীরে সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ আমি বিগত খুতবা সমূহে প্রদান করেছি। এটি অনেক বড় যুদ্ধ ছিল যা মুসলমান এবং ইরানীদের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল। জিসর্ বলা হয় সেতুকে। নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণ করা হয়েছিল যার মাধ্যমে মুসলমানরা অপর প্রান্তে গিয়েছিল। আর এই যুদ্ধে ইরানীদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের জন্য হাতিও ব্যবহৃত হয়েছিল। যাহোক এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিশেষ করে মুসলমানদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে মৃত্যুকালে তার বয়স ৩৮ বছরের কিছুটা কম বা বেশি বলা হয়ে থাকে।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৭৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত, ২০০১ সাল) (আল ইসতিয়াব ফি মারেফতুল আসহাব লি আবি উমর। , ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০৫, দার আহইয়াতুত তুরাসুল আরবী দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০২) (আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩৬, দার আহইয়াতুত তুরাসুল আরবী দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৬) (উসদুল গাবা ফি মারেফাতুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫১৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ২০০৮) (তারিখ ইবনে খুলদুন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৭১, দারুল ইশায়াত করাচী, ২০০৩)

আল্লামা নূরুদ্দিন হালবী-র প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সীরাতে হালবিয়ায় বদরের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) এর মু'জিযা সমূহের প্রেক্ষিতে বর্ণিত হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধে হযরত সালামা বিন আসলাম এর তরবারি ভেঙে গেলে মহানবী (সা.) তাকে খেজুর গাছের ছড়ি দিয়ে বলেন যে, এটি দিয়ে যুদ্ধ কর। হযরত সালামা বিন আসলাম সেই ছড়ি হাতে নিতেই সেটি এক উৎকৃষ্ট তরবারিতে পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে সেটি তার কাছেই ছিল।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ২৪৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত, ২০০২ সাল)

'শারাহ্ যুরকানী' এবং 'দালায়েলে নবুয়্যত' পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের দিন হযরত সালামা বিন আসলাম এর তরবারি ভেঙে গেলে তার হাত ছিল খালি। তার কাছে কোন অস্ত্র ছিল না। মহানবী (সা.) তাকে একটি ছড়ি দিয়ে বলেন যে, এটি দিয়ে যুদ্ধ কর। তখন তা এক উৎকৃষ্ট তরবারির রূপ নেয় যা জিসর্ এর যুদ্ধে শহীদ হওয়া পর্যন্ত তার কাছে ছিল।

(শারাহ যুরকানী, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ: ৩০২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত,১৯৯৬ সাল) (দালায়েলুন নাবুয়ত লিল বাইহাকী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৯, প্রকাশক -দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ১৯৮৮ সাল)

ইবনে সাদ খন্দকের যুদ্ধের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় মুহাজেরদের পতাকা হযরত যায়েদ বিন হারেসার কাছে ছিল, আর আনসারদের পতাকা ছিল হযরত সাদ বিন উবাদার কাছে। মহানবী (সা.) হযরত সালামা বিন আসলামকে দুই শত সৈন্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। সেসব পতাকার নীচে বিভিন্ন দল ছিল আর তাদের জন্য একেক জন করে নেতা নিযুক্ত করা হয়েছিল। হযরত সালামাকে দুই শত সৈন্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে তিন শত সৈন্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল। আর তাদেরকে তিনি (সা.) এই দায়িত্ব প্রদান করেন যে, তারা মদিনায় পাহারা দিবে এবং উচ্চস্বরে তকবীর পাঠ করতে থাকবে। এর কারণ হলো, শিশুদেরকে যেখানে নিরাপত্তার জন্য রাখা হয়েছিল সেখান থেকে বনু কুরায়যার পক্ষ হতে হামলা হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

(উয়ুনুল আসর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮৮, দারুল কলম, বেরুত, ১৯৯৩ সাল)

মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার একটি ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন আহযাবের যুদ্ধে লাঞ্ছনাজনক পরাজয়ের স্মৃতি মক্কার কুরাইশদের দেহমনে আগুন লাগিয়ে রেখেছিল। আর স্বাভাবিকভাবেই এই হৃদয়াগ্নি আবু সুফিয়ানের মনে সবচেয়ে বেশি জ্বলছিল, যে কিনা মক্কার নেতা ছিল এবং পরিখার অভিযানে বিশেষভাবে লাঞ্ছনাজনক চপটাঘাত খেয়েছিল। আবু সুফিয়ান এই ক্রোধাগ্নিতে কিছুকাল পর্যন্ত ভেতরে ভেতরে জ্বলতে থাকে। কিন্তু অবশেষে বিষয় তার সহ্যসীমার বাইরে চলে যায়। আর এই ক্রোধাগ্নির সুপ্ত স্ফুলিঙ্গবেরিয়ে আসা আরম্ভ হয় এবং সেগুলো প্রকাশ পেতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই কাফেরদের সবচেয়ে বেশি শত্রুতা বরং আসল শত্রুতা ছিল মহানবী (সা.) এর সাথে। তাই আবু সুফিয়ান ভাবলো যে, যেখানে বাহ্যিক চেষ্টা, ষড়যন্ত্র এবং যুদ্ধের কোন ফলাফল প্রকাশ পায় নি তাই গোপনভাবে কোন ষড়যন্ত্র বা বাহানা ও ধূর্ততার আশ্রয় নিয়ে কেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর জীবনাবসান ঘটানো হবে না, কেন এমন কোন পরিকল্পনা করা হবে না? সে জানতো যে, মহানবী (সা.)-এর আশেপাশে বিশেষ কোন পাহারা থাকে না, বরং অনেক সময় তিনি সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় এখানে সেখানে যাতায়াত করতেন, শহরের অলিগলিতে চলাফেরা করতেন। মসজিদে নববীতে প্রত্যহ কমপক্ষে পাঁচবার নামাযের জন্য আসতেন। আর সফরের সময় সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে ও স্বাধীনভাবে থাকতেন। কোন ভাড়াটে হন্তারকের জন্য এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর কী হতে পারে? এ ধারণা হৃদয়ে উঁকি দিতেই আবু সুফিয়ান সংগোপনে মহানবী (সা.)-কে হত্যার বাসনাকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া আরম্ভ করে। এ ধারণায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একদিন সুযোগ পেয়ে সে তার কাজে আসবে এমন কতিপয় যুবককে বলে, তোমাদের মাঝে কি এমন কোন সাহসী পুরুষ নেই, যে মদিনায় গিয়ে গোপনভাবে মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করবে? তোমরা জান যে, মুহাম্মদ (সা.) প্রকাশ্যে মদিনার অলিগলিতে চলাফেরা করেন। সে নিজের মতো করে মহানবী (সা.) সম্পর্কে এসব কথা তুলে ধরে। সেই যুবকরা এই প্রস্তাব শুনে এবং এটিকে গ্রহণ করে, আর তাদের হৃদয়ে এ কথা ঘর করে নেয়। এ কথা প্রকাশ পাওয়ার স্বল্পকাল পরএক মরুবাসী যুবক আবু সুফিয়ানের কাছে আসে এবং বলে যে, আমি আপনার প্রস্তাব শুনেছি (কোন যুবক তাকে অবহিত করে থাকবে)। আমি এর জন্য প্রস্তুত আছি। আমি একজন দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি ও কাজে পরিপক্ক, যার পাকড়াও কঠোর এবং হামলা তড়িৎ। আপনি যদি আমাকে এই কাজের জন্য মনোনীত করে আমার সাহায্য করেন তাহলে আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে যেতে প্রস্তুত আছি। আমার কাছে এমন একটি খঞ্জর আছে যা শিকারী শকুনের গোপন পালকের মতো থাকবে। অর্থাৎ সেটিকে অনেক আড়ালে রাখব। আমি মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর হামলা করব এবং এরপর পালিয়ে কোন কাফেলায় মিশে যাব। মুসলমানরা আমাকে ধরতে পারবে

রসুলের বাণী

নিজের হাতে উপার্জিত জীবিকার চেয়ে উত্তম জীবিকা দ্বিতীয়টি নেই।

(সহী বুখারী, কিতাবুল বুয়ু)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

না। মদিনার পথঘাটও আমার নখদর্পনে। আবু সুফিয়ান অত্যন্ত আনন্দিত হয় এবং বলে যে, যথেষ্ট হয়েছে, তুমিই আমাদের কাজের লোক। অতঃপর আবু সুফিয়ান তাকে একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রী ও পথখরচ দিয়ে মদিনায় প্রেরণ করে আর নসীহত করে যে, এই গোপন কথা কারো কাছে প্রকাশ পেতে দেবে না।

মক্কা থেকে বিদায় নিয়ে এই ব্যক্তি দিনে আত্মগোপন করে আর রাতে সফর করে মদিনার দিকে অগ্রসর হয়। ষষ্ঠ দিন সে মদিনা পৌঁছে যায় আর মহানবী (সা.) এর ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে করতে সোজা বনু আব্দিল আশআল গোত্রের মসজিদে পৌঁছে যায় যেখানে তখন মহানবী (সা.) উপস্থিত ছিলেন। সেই দিনগুলোতে যেহেতু নতুন নতুন ব্যক্তি মদিনায় আগমন করত তাই তার আগমনের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে কোন মুসলমানের সন্দেহ হয় নি যে, সে কোন্ উদ্দেশ্যে এসেছে। কিন্তু যখনই সে মসজিদে প্রবেশ করে, মহানবী (সা.) তাকে নিজের দিকে অগ্রসর হতে দেখে বলেন, এই ব্যক্তি কোন মন্দ উদ্দেশ্যে এসেছে। মহানবী (সা.) উচ্চস্বরে এই কথা বলেছিলেন যা সেই ব্যক্তির কানেও পৌঁছে। এই কথা শুনে সে আরো দ্রুত তাঁর (সা.) দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু একজন আনসারী নেতা উসায়েদ বিন হুযায়ের তাৎক্ষণিকভাবে লাফিয়ে তাকে চেপে ধরেন। ধস্তাধস্তিতে তার হাত সেই ব্যক্তির লুকানো ছুরির ওপর গিয়ে পড়ে। তখন সে বিচলিত হয়ে বলে উঠে যে, আমার রক্ত, আমার রক্ত। অর্থাৎ আমাকে তুমি আহত করে দিয়েছে। যখন তাকে কাবু করে ফেলা হয়, তখন মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, সত্যি করে বল তুমি কে এবং কোন্ উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ? সে বলে, আমায় প্রাণ ভিক্ষা দেওয়া হলে আমি বলব। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে, যদি তুমি সমস্ত কথা সত্যি করে বল তাহলে তোমাকে ক্ষমা করা হবে। তখন সে পুরো ঘটনা হুবহু মহানবী (সা.) এর কাছে বর্ণনা করে আর এ কথাও বলে যে, আবু সুফিয়ান তার সাথে এত পরিমাণ পুরস্কারের ওয়াদা করেছিল। অতঃপর সেই ব্যক্তি কয়েক দিন পর্যন্ত মদিনায় অবস্থান করে। আর এরপর স্বেচ্ছায় মহানবী (সা.) এর কথা শুনে আর মুসলমানদের সাথে থেকে মহানবী (সা.) এর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করে।

আবু সুফিয়ানের এই খুনের ষড়যন্ত্র মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত ও অবহিত থাকার বিষয়টিকে আরো বেশি আবশ্যক করে তুলে, অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্য কি সে সম্পর্কে অবগত হওয়া, কেননা তারা গোপন ষড়যন্ত্র করছে। অতএব মহানবী (সা.) এ উদ্দেশ্যে নিজের দুই জন সাহাবী আমর বিন উমাইয়্যা যামরি এবং যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে তাকে অর্থাৎ সালামা বিন আসলামকে, মক্কা অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং আবু সুফিয়ানের হত্যার ষড়যন্ত্র এবং তার পূর্বের রক্তক্ষয়ী কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে তাদেরকে এই অনুমতিও প্রদান করেন যে, সুযোগ পেলে যেন ইসলামের এই চরম শত্রুকে হত্যা করা হয়। কিন্তু যখন উমাইয়্যা এবং তার সাথি মক্কায় পৌঁছন তখন কুরাইশরা সতর্ক হয়ে যায়। আর এই উভয় সাহাবী নিজেদের প্রাণ রক্ষা করে মদিনা অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তারা কুরাইশদের দু'জন গুপ্তচরকে পেয়ে যান যাদেরকে কুরাইশ নেতারা মুসলমানদের গতিবিধি সম্পর্কে জানার জন্য এবং মহানবী (সা.) এর অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য প্রেরণ করেছিল। এটিও অসমম্ভব নয় যে, কুরাইশদের এই পরিকল্পনাও হয়ত হত্যার অন্য কোন ষড়যন্ত্রের সূচনা হবে । যেমনটি তারা পূর্বেও এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিল, হতে পারে একই উদ্দেশ্যে তাদেরকেও প্রেরণ করেছে, অর্থাৎ তারা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নাঊযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.)-কে যেন হত্যা করে। কিন্তু খোদার এমন কৃপা হয়েছে যে, উমাইয়্যা এবং সালামা বিন আসলাম তাদের গুপ্তচরবৃত্তি সম্পর্কে জেনে যান, যার কারণে তারা এই গুপ্তচরদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে বন্দি করতে চান। কিন্তু তারাও প্রতিরোধ গড়ে। অতএব এই লড়াইয়ে একজন গুপ্তচর নিহত হয় আর দ্বিতীয় জনকে বন্দি করে তারা নিজেদের সাথে মদিনায় নিয়ে যান।

এই অভিযানের ইতিহাস সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইবনে হিশাম এবং তাবরী এটি ৪ হিজরীতে হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ইবনে সাদ এটিকে ৬ হিজরীতে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা কুসতালানি এবং যুরকানি ইবনে সাদ-এর মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এদের সবার মতের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেন, অতএব আমিও এটিকে ৬ হিজরী উল্লেখ করেছি, বাকি আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন, ওয়াল্লাহু আ'লামু। বায়হাকীও ইবনে সাদের বর্ণিত বিষয়ের সমর্থন করেছেন, কিন্তু তাতে এই ঘটনার সময় সম্পর্কে জানা যায় না।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: -৭৪১-৭৪৩)

হুদায়বিয়ার সন্ধির ক্ষেত্রে হযরত সালামা বিন আসলামের উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত উম্মে আম্মারা বর্ণনা করেন যে, আমি হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন মহানবী (সা.)কে দেখছিলাম। তখন তিনি বসেছিলেন আর হযরত আব্বাদ বিন বিশর এবং হযরত সালামা বিন আসলাম উভয়ে লৌহ শিরস্ত্রান পরিহিত অবস্থায় মহানবী (সা.) এর পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন। কুরাইশদের দূত সোহেল বিন আমর নিজ কণ্ঠস্বর উঁচু করলে তারা উভয়ে তাকে বলেন যে, নিজের কণ্ঠস্বর মহানবী (সা.) এর সামনে নীচু রাখ বা ধীর রাখ অথবা হালকা রাখ।

(কিতাবুল মাগাযি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯৩, গাযওয়াতুল হুদায়বিয়া, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ২০০৪)

এটি তার এক বিশেষ সেবার উল্লেখ, যা এই উপলক্ষ্যে বর্ণিত হয়েছে।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত উকবা বিন উসমান। তার মায়ের নাম ছিল উম্মে জামিল বিনতে কুতবা।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০০, দার আহইয়াতুত তুরাসুল আরবী দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৬)

হযরত উকবা আনসারদের বনু যুরায়েক গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি এবং তার ভাই হযরত সাদ বিন উসমান বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধের সময় হামলার তীব্রতায় যে কয়েকজন সাময়িকভাবে পিছনে চলে যায় তাদের মাঝে দুইজন হযরত উকবা বিন উসমান এবং হযরত সাদ বিন উসমানও ছিলেন। এমনকি তারা আহওয়ায এর বিপরীত দিকে অবস্থিত একটি পাহাড় জিলা-য় পৌঁছে যান আর তিন দিন সেখানে অবস্থান করেন। আহওয়ায মদিনা থেকে কয়েক মাইল দূরবর্তী একটি স্থান। এরপর যখন তারা উভয়ে মহানবী (সা.) সমীপে উপস্থিত হয়ে এ কথার উল্লেখ করেন তখন মহানবী (সা.) বলেন, **'লাকাদ যাহাবতুম ফীহা আরীযা।** 'অর্থাৎ তোমরা সেদিকে গিয়েছ যেখানে ছিল প্রশস্ততা।

(উসদুল গাবা, ফি মারেফতুস সাহাবা, ৪র্থ ভাগ, পৃ: ৫৪-৫৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ২০০৮) (জামেয়ুল বায়ান ফি তাবিলুল কুরআন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৩-১৮৪) (আল মুজেমুল বুলদান, ১ম ভাগ, পৃ: ১৮০)

যাহোক মহানবী (সা.) তাদের ভুলভ্রান্তি উপেক্ষা করেন এবং তাদের মার্জনা করেন কোন জিজ্ঞাসাবাদ করেন নি। এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো আব্দুল্লাহ্ বিন সাহাল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সাহাল বনু জহুরা গোত্রের সদস্য ছিলেন যা ছিল বনু আশআল্ গোত্রের মিত্র। এটিও বলা হয়ে থাকে যে, তিনি গাস্সানী ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্র নাম কেউ যায়েদ এবং কেউ রাফেও বর্ণনা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্র মায়ের নাম ছিল সওবা বিনতে তাইয়্যেহান, যিনি ছিলেন হযরত আবুল হায়সাম বিন তাইয়্যেহানের বোন। তিনি হযরত রাফে বিন সাহল-এর ভাই ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তার ভাই হযরত রাফে তার সাথে ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্খন্দকের যুদ্ধে শহীদ হন। বনু ওয়ায়েফ এর এক ব্যক্তি তিরের আঘাতে তাকে শহীদ করেছিল।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৬৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত, ২০০১ সাল) (উসদুল গাবা ফি মারেফাতুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ২০০৮) (আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩৬, দার আহইয়াতুত তুরাসুল আরবী দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৬)

মুগাইরা বিন হাকিম বর্ণনা করেন, আমি আবদুল্লাহ্কে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন? তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ। আমি উকবার বয়আতের সময়ও উপস্থিত ছিলাম।

(মুজামুয যোয়ায়েদ ওয়া মাম্বাল ফোয়ায়েদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১০৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ২০০১)

হযরত আব্দুল্লাহ্র হামরাউল আসাদের (যা মদিনার ৮ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান) যুদ্ধে অংশগ্রহণের উল্লেখও মহানবী (সা.) এর জীবনী সংক্রান্ত বই সোবেলুল হুদা-তে এভাবে দেখা যায় যে, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সাহাল

এবং হযরত রাফে বিন সাহাল ভ্রাতৃদ্বয়, যারা বনি আশআল গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন; তারা উভয়েই যখন ওহুদের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন তখন তারা মারাত্মকভাবে আহত ছিলেন; অর্থাৎ যুদ্ধে আহত। হযরত আব্দুল্লাহ্ বেশি আহত ছিলেন। এই ভ্রাতৃদ্বয় যখন মহানবী (সা.) এর হামরাউল আসাদের দিকে গমন এবং এতে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে তাঁর নির্দেশ সম্পর্কে অবগত হন তখন তাদের একজন অন্যজনকে বলেন, খোদার কসম,যদি আমরা মহানবীর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পরি তাহলে এটি অনেক বড় একটি বঞ্চনা হবে। আহত ছিলেন কিন্তু তাসত্ত্বেও একটি আন্তরিক বাসনা ছিল, ঈমানের দৃঢ়তা ছিল। অতঃপর বলেন, খোদার কসম, আমাদের কাছে কোন বাহনও নেই যাতে আমরা আরোহন করব, আর আমরা এটিও জানি না যে, কীভাবে আমরা একাজ করব। হযরত আব্দুল্লাহ্ বলেন, আস আমরা পদব্রজে যাব। হযরত রাফে বলেন, খোদার কসম,আঘাতের কারণে আমার চলার শক্তিও নেই। তার ভাই বলেন আস আমরা ধীরে ধীরে হাঁটি আর মহানবী (সা.) এর পানে অগ্রসর হই। তারা উভয়েই যাত্রা করেন। হযরত রাফে দুর্বলতা অনুভব করেন। একবার হযরত আব্দুল্লাহ্ রাফেকে পিঠে বহন করেন আরেক বার তিনি পায়ে হাঁটেন। দুজনেই আহত ছিলেন কিন্তু যিনি তুলনামূলকভাবে ভালো ছিলেন তিনি বেশি আহতজনকে পিঠে উঠিয়ে নিতেন, আর মহানবী (সা.) এর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। দুর্বলতার কারণে কোন কোন সময় অবস্থা এমন হতো যে, নড়াচড়াও করতে পারতেন না। এমনকি এক পর্যায়ে উভয়েই এশার সময় মহানবী (সা.) এর সকাশে উপস্থিত হন। সাহাবীরা রাতের বেলা তখন সাময়িক শিবির স্থাপন করে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করছিলেন। তাদের উভয়কে মহানবী (সা.) এর সকাশে উপস্থাপন করা হয়। সেই রাতে মহানবী (সা.) এর পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন হযরত আব্বাদ বিন বিশর। তারা উভয়ে যখন সেখানে পৌঁছেন তখন মহানবী (সা.) তাদের উভয়কে জিজ্ঞেস করেন তোমাদের বিলম্বের কারণ কী? তারা এর কারণ কী ছিল তা মহানবী (সা.)-কে অবহিত করেন। তখন মহানবী(সা.) তাদের উভয়ের কল্যাণ কামনা করে দোয়া করতে গিয়ে বলেন, যদি তোমরা দীর্ঘজীবন লাভ কর তাহলে তোমরা দেখবে যে, বাহন হিসেবে তোমাদের ঘোড়া খচ্চর ও উট লাভ হবে। এখন তোমরা কষ্টেসৃষ্টে পায়ে হেঁটে এসেছ; কিন্তু দীর্ঘজীবি হলে দেখবে যে, এসব বাহন তোমাদের নাগালের ভেতর রয়েছে। একই সাথে তিনি (সা.) এ কথাও বলেন যে,কিন্তু তা তোমাদের এই সফর থেকে উত্তম হবে না যা তোমরা পায়ে হেঁটে ও হোঁচট খেতে খেতে কষ্টে করে করেছে।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রুশশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া)

এর যে পুণ্য আর প্রতিদান তোমরা পাবে আর এর যে কল্যাণ, তা অনেক বেশি। হামরাউল আসাদ-এর যুদ্ধ কি ছিল যাতে যোগদানের জন্য তারা মহানবী (সা.) এর পেছনে পেছনে গিয়েছেন এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব কিছুটা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।। তিনি লিখেন যে,মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের ওহুদের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন এবং হামরাউল আসাদের যুদ্ধের বিস্তারিত চিত্র হলো, মদিনার জন্য ওহুদের যুদ্ধের দিবাগত রাত খুবই ভীতিপূর্ণ একটি রাত ছিল, কেননা যদিও বাহ্যত কুরাইশ বাহিনী মক্কার পথে পাড়ি জমিয়েছিল কিন্তু আশঙ্কা ছিল যে, কোথাও একাজ মুসলমানদের অপ্রস্তুত করে তোলার জন্য নয় তো! বাহ্যত তারা ওহুদের যুদ্ধে জয়যুক্ত হয়ে মক্কা ফিরে যাচ্ছিল কিন্তু মুসলমানদের উৎকণ্ঠা ছিল যে, কোথাও মদিনায় হামলার জন্য পুনরায় ফিরে আসার ষড়যন্ত্র নয় তো আর আকস্মিকভাবে ফিরে এসে মদিনায় আক্রমণ করবে না তো? এই সাবধানতা বশত এবং সন্দেহের কারণে মদিনায় এ রাতে পাহারার ব্যবস্থা নেওয়া হয় আর সাহাবীরা পুরো রাত বিশেষভাবে মহানবী (সা.) এর ঘরের পাহারার ব্যবস্থা করেন। প্রভাতে জানা যায় যে, এই সন্দেহ অমূলক ছিল না; কেননা ফজরের নামাযের পূর্বে মহানবীর কাছে সংবাদ পৌঁছে যে কুরাইশ বাহিনী মদিনার কয়েক মাইল দূরে যাত্রা বিরতি দিয়েছে আর কুরাইশ নেতাদের মাঝে জোরালে বিতর্ক চলছে যে, এই বিজয়কে পুঁজি করে মদিনায় কেন হামলা করা হবে না? কতক কুরাইশ পরস্পরকে খোঁচা দিচ্ছিল যে, তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-কেও হত্যা করনি আর মুসলমান নারীদের দাসীও বানাও নি আর তাদের ধনসম্পদও করতলগত কর নি, বরং যখন তোমরা জয়যুক্ত হয়েছ, তাদের নিশ্চিহ্ন করার সুযোগ পেয়েছ, তোমরা তাদের এমনিই ছেড়ে দিয়ে ফিরে এসেছ যেন তারা পুনরায় শক্তিশালী হয়ে উঠে! তাই এখনও সুযোগ আছে, ফেরত যাও আর মদিনার ওপর হামলা করে মুসলমানদের মূল কর্তন কর। পক্ষান্তরে অপর কতক এটিও বলে যে, তোমাদের একটি বিজয় লাভ হয়েছে সেটিকে গনিমত জ্ঞান কর এবং মক্কায় ফিরে যাও। কোথাও এমনটি যেন না হয় যে, যে খ্যাতি তোমরা অর্জন করেছ তাও হাতছাড়া করে বস আর এই বিজয় পরাজয়ে না পর্যাবসিত হয়ে যায়। কেননা এখন যদি তোমরা ফিরে যাও আর মদিনায় হামলা কর তাহলে মুসলমানরা প্রাণান্তকর যুদ্ধ করবে আর যারা ওহুদে অংশগ্রহণ করেনি তারাও যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু অবশেষে উচ্ছ্বসিত লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি জয়যুক্ত হয় আর কুরাইশরা মক্কায় ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। মহানবী (সা.) যখন এসব ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন, তখন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণা করেন যে, মুসলমানরা যেন প্রস্তুত হয়ে যায় কিন্তু একই সাথে এই নির্দেশও দেন যে, যারা ওহুদে অংশগ্রহণ করেছে তারা ব্যতীত অন্য কেউ যেন আমাদের সাথে বের না হয়। অতএব ওহুদের মুজাহিদগণ, যাদের অধিকাংশ আহত ছিলেন, (দু'জনের কথা আমি উল্লেখ করেছি) তারা ক্ষতস্থান বেঁধে নিজেদের মনিবের সাথে যোগ দেন। আর লেখা রয়েছে যে, এসময় মুসলমানরা এমন আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের সাথে বের হয় যেভাবে কোন বিজয়ী বাহিনী বিজয়ের পর শত্রুকে ধাওয়া করার জন্য বের হয়। ৮ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে তিনি (সা.) হামরাউল আসাদ পৌঁছেন, সেখানে ময়দানে পড়ে থাকা দুজন মুসলমানের লাশ তারা পান। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, তারা ছিল গুপ্তচর, যাদেরকে মহানবী (সা.) কুরাইশদের পেছনে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু কুরাইশরা সুযোগ পেয়ে তাদের হত্যা করে। মহানবী (সা.) একটি কবর খুঁড়িয়ে তাদেরকে একসাথে দাফন করিয়ে দেন। যেহেতু সন্ধ্যা নেমে এসেছিল তাই তিনি সেখানে শিবির স্থাপনের নির্দেশ দেন এবং বলেন ময়দানের বিভিন্ন স্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হোক এবং বিস্তীর্ণ জায়গায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হোক। স্বল্পতম সময়ের ভেতর হামরাউল আসাদের ময়দানে ৫০০ অগ্নি জ্বলে উঠে যা দূর থেকে অবলোকনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতাপান্বিত করতো। এটি বড়ই প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। মানুষ ধরে নেয় যে, এটি একটি জনবসতি। বড়বড় তাবু দাঁড় করানো রয়েছে। খুব সম্ভব তখনই খুযাআ গোত্রের মাবাদ নামের এক পৌত্তলিক নেতা মহানবী (সা.) এর কাছে আসে এবং ওহুদের নিহত লোকদের কথা বলে তাঁর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে আর পুনরায় নিজের পথে এগিয়ে যেতে থাকে। দ্বিতীয় দিন যখন সে মদিনার ৪০ মাইল দূরে রওহা নামক স্থানে পৌঁছে তখন দেখে যে, কুরাইশ বাহিনী সেখানে শিবির স্থাপন করেছে, যারা তর্ক-বিতর্কের পর মদিনা থেকে ফিরে আসছিল আর মদিনা অভিমুখে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। মাবাদ তাৎক্ষণিকভাবে আবু সুফিয়ানের কাছে যায় আর তাকে গিয়ে বলে তুমি কী করতে যাচ্ছ?খোদার কসম, আমি এখনই মুহাম্মদ(সা.) এর বাহিনীকে হামরাউল আসাদে রেখে এসেছি। এমন প্রতাপান্বিত বাহিনী আমি কখনো দেখিনি যারা ওহুদের পরাজয়ের গ্লানিতে এতটা অনুশোচনাগ্রস্ত যে, তোমাদের দেখলেই ভস্মীভূত করে ফেলবে, খেয়ে ফেলবে, নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আবু সুফিয়ান ও তার সাথীদের ওপর মাবাদের এসব কথার এতটা প্রতাপ ছেয়ে যায় যে, তারা মদিনা অভিমুখে যাত্রার ধারণা ত্যাগ করে অনতিবিলম্বে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। মহানবী (সা.) এভাবে কুরাইশ বাহিনীর প্রস্থানের সংবাদ প্রাপ্ত হলে তিনি খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন আর বলেন এটি খোদার প্রতাপ যা তিনি কাফেরদের হৃদয়ে সঞ্চার করেন। এরপর তিনি আরো ২-৩ দিন হামরাউল আসাদে অবস্থান করেন এবং ৫ দিনের অনুপস্থিতির পর মদিনা ফিরে আসেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তক থেকে সংগৃহীত, পৃ: ৫০৪-৫০৫)

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত উতবা বিন রাবিআ। হযরত উতবার সম্পর্ক কোন্ গোত্রের সাথে ছিল সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত উতবা বিন রাবিআ বনুলোযান গোত্রের মিত্র ছিলেন আর তার সম্পর্ক ছিল বাহরা গোত্রের সাথে। কারো কারো মতে তিনি অওস গোত্রের মিত্র ছিলেন। যাহোক তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বর্ণনা করেন, ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীআমীরদের একজনের নাম উতবা বিন রাবিআ বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বলেন,আমার মতে ইনিই সেই সাহাবী।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৬৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত, ২০০১ সাল) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৬০, দার আহইয়াতুত তুরাসুল আরবী দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল:

২০০২) (আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮৪, দার আহইয়াতুত তুরাসুল আরবী দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৬)

ইয়ারমুকের যুদ্ধের বিশদ বিবরণ হলো, ১২ হিজরীতে হযরত আবুবকর (রা.) যখন হজ্ব আদায়ের পর মদিনায় ফিরে আসেন তখন তিনি ১৩ হিজরীর সূচনাতে মুসলমান বাহিনীকে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। যেমন, আমর বিন আসকে ফিলিস্তিন অভিমুখে, ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান, হযরত ওবায়দা বিন আলজারাহ ও হযরত শারাহ্বিল বিন হাসানাকে সিরিয়ান মালভূমির ইয়ালকা হয়ে তবুকিয়া চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। হযরত আবু বকর প্রথমে হযরত খালেদ বিন সাদকে আর পরে তার স্থানে ইয়াযীদ বিন সুফিয়ানকে আমীর নিযুক্ত করেন। তারা ৭ হাজার মুজাহেদের সাথে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। ইসলামী বাহিনীর আমীরগণ নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে সিরিয়া পৌঁছন। হেরাকেল নিজে হোমস আসে আর রোমানদের অনেক বড় বাহিনী প্রস্তুত করে। সে মুসলমান আমীরদের মোকাবিলার জন্য পৃথক পৃথক আমীর নিযুক্ত করে। শত্রুর প্রস্তুতি দেখে মুসলমানদের ওপর, যারা অনেক এগিয়ে গিয়েছিল আর যাদের কেউ কেউ ততটা ঈমানও রাখত না, তাদের উপর ত্রাস ছেয়ে যায়। তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ২৭,০০০। এমন পরিস্থিতিতে হযরত আমর বিন আস নির্দেশ দেন যে, তোমরা সবাই একস্থানে সমবেত হয়ে যাও কেননা ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় তোমাদের সংখ্যা স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের পরাজিত করা সহজ হবে না। অর্থাৎ বিরোধী বাহিনীর মোকাবিলায় তোমাদের সংখ্যা যদিও স্বল্প কিন্তু যদি সমবেত হয়ে যাও তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে সহজে বিজয় লাভ হবে না। পৃথক পৃথক নেতার অধীনে যদি পৃথক অবস্থায় থাক তাহলে স্মরণ রেখ যে, তোমাদের মাঝে একজনও এমন অবশিষ্ট থাকবে না যে সম্মুখের কারো কোন কাজে আসতে পারে; কেননা আমাদের সবার বিরুদ্ধে বড় বড় বাহিনী নিযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। অতএব ইয়ারমুক নামক স্থানে সব মুসলমানের সমবেত হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। হযরত আবুবকরও মুসলমানদের এই পরামর্শই প্রেরণ করেন এবং বলেন যে, সমবেত হয়ে এক বাহিনীতে রূপ নাও আর মুশরেক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হও। তোমরা আল্লাহ্র সাহায্যকারী। আর আল্লাহ্ তার সাহায্যকারী যারা আল্লাহর সাহায্যকারী। আর তিনি তাকে লাঞ্ছিত করবেন যে তাঁকে অস্বীকার করেছে। তোমাদের মতো মানুষ সংখ্যাস্বল্পতার কারণে কখনো পরাজিত হতে পার না। হযরত আবু বকর (রা.) সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, নিঃসন্দেহে তোমরা সংখ্যায় স্বল্প কিন্তু যদি ঈমান থাকে এবং সম্মিলিতভাবে কাজ কর তাহলে কখনো তোমরা পরাজিত হতে পার না, কেননা তোমরা আল্লাহর খাতিরে যুদ্ধ করছ। তিনি বলেন, দশ হাজার বরং ততোধিক লোকও যদি পাপের সমর্থক হয়ে দণ্ডায়মান হয় তাহলে দশ হাজারের হাতে অবশ্যই পরাজিত হবে। সংখ্যা নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ো না, কেননা তোমরা যদি দশ হাজার হয়ে থাক বা এর চেয়েও বেশি হও, কিন্তু এরা যদি দুষ্কৃতকারী হয় এবং কুকর্মশীল হয় তাহলে অবশ্যই পরাজিত হবে। তাই তোমরা পাপ হতে আত্মরক্ষা কর, নিজেদেরকে পবিত্র কর এবং একতাবদ্ধ হয়ে যাও, ঐক্য সৃষ্টি কর এবং ইয়ারমুকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য একত্র হয়ে যাও। তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক আমীর নিজ নিজ বাহিনীর সাথে নামায আদায় করবে। হিজরী ১৩ সনের সফর মাস হতে রবীউস্ সানী পর্যন্ত মুসলমানরা রোমান বাহিনীকে অবরোধ করে রাখে যদিও তখনো মুসলমানরা সফলতা পায় নি; তখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালেদ বিন ওলীদকে শক্তিবৃদ্ধির জন্য ইরাক থেকে ইয়ারমুক পৌঁছার নির্দেশ দেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ তখন ইরাকের গভর্ণর ছিলেন। হযরত খালেদের পৌঁছানোর পূর্বে সকল আমীর পৃথকভাবে নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করছিল। তখন হযরত খালেদ সেখানে পৌঁছে সকল মুসলমানকে একজন আমীর নির্ধারণ করার উপদেশ প্রদান করেন। এতে সবাই হযরত খালেদ বিন ওলীদকে আমীর নিযুক্ত করে। রোমান সৈন্যের সংখ্যা দুই লক্ষ বা দুই লক্ষ চল্লিশ হাজারের কাছাকাছি বর্ণনা করা হয়। আর অপরদিকে মুসলমান বাহিনীর সংখ্যা ৩৭ হাজার থেকে ৪৬ হাজার বর্ণনা করা হয়। প্রায় পাঁচ ভাগের একভাগ ছিল। রোমান সৈন্যদের ক্ষমতার চিত্র হলো, আশি হাজারের পায়ে বেড়ি পরানো ছিল এবং চল্লিশ হাজার মানুষ শেকলাবদ্ধ ছিল যেন প্রাণ দেওয়া ছাড়া পালানোর ধারণা তাদের মাথায়ও না আসে। এক লক্ষ বিশ হাজার মানুষ এমন ছিল যাদেরকে এজন্য বেঁধে রাখা হয়েছিল যে, তারা শুধু যুদ্ধ করবে এবং মরবে এছাড়া আর কোন পথ নেই এবং চল্লিশ হাজার মানুষ নিজেদেরকে পাগড়ির সাথে বেঁধে রেখেছিল এবং আশি হাজার অশ্বারোহী এবং আশি হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল। অসংখ্য পাদ্রি সৈন্যদেরকে রণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য রোমান সৈন্যদের সাথে ছিল। এই যুদ্ধের সময় হযরত আবু বকর (রা.) জামাদিউল উলায় অসুস্থ হন এবং জামাদিউল উখরায় ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

হযরত খালেদ এই যুদ্ধে মুসলমান সৈন্যদেরকে অনেক ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছেন এর সংখ্যা ৩৬ থেকে ৪০ বর্ণনা করা হয়। কিন্তু তারা এক আমীরের অধীনে যুদ্ধ করছিল। এসব উপদলের একটির তত্ত্বাবধানে ছিলেন হযরত উতবা বিন রাবিআ। হযরত খালেদ বলেন, শত্রুর সংখ্যা অনেক বেশি, কিন্তু আমাদের এই বিন্যাসের কারণে মুসলমান-বাহিনী বাহ্যত শত্রুর চোখে বেশি প্রতীয়মান হবে। ইসলামী সেনাবাহিনীর গুরুত্ব এ থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রায় এক হাজার এমন বুযুর্গ বা জ্যেষ্ঠ সাহাবী এই সেনাবাহিনীতে ছিলেন যারা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর চেহারা দেখেছিলেন। একশত এমন সাহাবী ছিলেন যারা বদরের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উভয়পক্ষের মাঝে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। ঠিক তখনই মদীনা থেকে এক দূত সংবাদ নিয়ে আসে, অশ্বারোহী সদস্যরা তার পথ রোধ করে (খবর জানতে চায়)। তখন সে বলে, সব ভালো আছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ছিল, সে হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এসেছিল। তারা এই দূতকে হযরত খালেদের কাছে উপস্থিত করে এবং সে চুপিসারে হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যু সংবাদ দেয়। আর সৈন্যদেরকে যা বলেছে তা-ও বলে দেয় যে, আমি তাদেরকে কিছু বলিনি। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ তার কাছ থেকে পত্র নিয়ে নিজের তূণ-এ (বা তীর রাখার স্থানে) রেখে দেন। কেননা, তার আশঙ্কা ছিল, যদি সৈন্যরা এ সংবাদ অবগত হয় তাহলে বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর ভয় আছে, মুসলমানরা হয়তো সেভাবে যুদ্ধ করবে না। যাহোক, মুসলমানরা অটল-অবিচল থাকে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত চরম যুদ্ধ হয়। অবশেষে রোমান সৈন্যরা পলায়ন করতে আরম্ভ করে। এই যুদ্ধে এক লক্ষের অধিক রোমান সৈন্য নিহত হয় এবং মোট তিন হাজার মুসলমান এই যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। এসব শহীদের মাঝে হযরত ইকরামা বিন আবু জাহলও ছিল। কায়সার যখন এই পরাজয়ের খবর পেল তখন সে হোমস অবস্থান করছিল, সে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে পলায়ন করে।

ইয়ারমুক বিজয়ের পর ইসলামী সেনাবাহিনী পুরো সিরিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে আর কিনাস্ত্রীন, ইন্তাকিয়া, জুমা, সারমীন, তিযীন, কুরুস, তাল আযায, যুলুক, রাবান ইত্যাদি স্থানে অতি সহজেই বিজয় লাভ করে।

(তারিখুত তিবরী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৩-৬৩, দারুল ফিকর, বেরুত, ২০০২) (আল কামেলু ফিত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২৬, প্রকাশক- দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ২০১২)

আজ এ কয়জন সাহাবীরই স্মৃতিচারণ করব বলে মনঃস্থির করেছিলাম। এখন হয়ত রমজানের পরই পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে। আগামী সপ্তাহে রমজানও শুরু হতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি এক প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব। জমুআর নামাযের পর এক ব্যক্তির জানাযা পড়াবো যা কি-না শ্রদ্ধেয়া সাহেবজাদী সাবিহা বেগম সাহেবার। তিনি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের দৌহিত্রী ছিলেন অর্থাৎ তার জ্যৈষ্ঠ কন্যা এবং হযরত মির্যা রশীদ আহমদ সাহেবের বড় মেয়ে ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এবং হযরত উম্মে নাসেরের পুত্র সাহেবজাদা মির্যা আনোয়ার আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। ৩০ এপ্রিল তারিখে তাহের হার্ট ফাউন্ডেশনে ৯০ বছর বয়সে তার ইন্তেকাল হয়, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। আত্মীয়তার দিক থেকে তিনি আমার মামী ছিলেন। হযরত মির্যা রশীদ আহমদ সাহেব হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবের ছেলে ছিলেন। আর যেমনটি আমি বলেছি, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের সবচেয়ে বড় কন্যা আমতুস সালাম সাহেবার কন্যা ছিলেন তিনি। হযরত আম্মাজান রাবওয়াতে স্বীয় পরিবারের সর্বশেষ যে বিয়েতে অংশগ্রহণ করেন তা তারই বিয়ে ছিল। তিনি হযরত খলীফাতুল

মহানবী (সা.)-এর বাণী

নিজ সন্তানদেরকেও সম্মান দেওয়ার রীতি অবলম্বন কর এবং তাদেরকে সর্বোত্তম পন্থায় প্রশিক্ষিত করার চেষ্টা কর।

(ইবনে মাজা, কিতাবুল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa, Amir Murshidabad District

মসীহ্ রাবে (রহে.)-এর সহধর্মিনী হযরত সৈয়্যদা আসেফা বেগম সাহেবার বড় বোন ছিলেন। তার আরো এক বোন ও তিন ভাই আছেন।

তার বোন আনিসা ফৌজিয়া সাহেবা লিখেন, তিনি পিতামাতার সবচেয়ে বড় মেয়ে ছিলেন, তাই অধিকাংশ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে (আমাদের) পিতামাতা তার মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন, কেননা তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং তার প্রতি তাদের অগাধ আস্থা ছিল আর তিনিও পিতামাতার আস্থার সম্মান রেখেছেন। নিজের ছোট ভাইবোনদের লালনপালন এবং তাদের তরবিয়তের প্রতি তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তিনি লিখেন, আমার সাথে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কোন ছেলের বিয়ের কথা হয়, তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এটি ভালো পরিবার, এই পরিবারের দুই বোন আমার বৌ-মা। অর্থাৎ একজন হলেন তিনি যার মৃত্যুর কথা আমি উল্লেখ করছি। আরেকজন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহে.)-এর সহধর্মীনি। তিনি বলেন, এই দুই বোন আমার বৌ-মা যারা অত্যন্ত স্নেহশীলা এবং পরিবারকে ঐক্যের বাঁধনে বেঁধে রাখেন।

তার ছেলে লিখেন, আমার শ্রদ্ধেয়া মাতা অত্যন্ত সাদাসিধে, দরিদ্র মানুষের লালনকারিনী এবং যে কারো সুখদুঃখের সাথী ছিলেন। তিনি আন্তরিকতার সাথে অভাবীদের প্রয়োজনের বিষয় অনুভব করতেন, তাদের প্রতি যত্নবান ছিলেন, দরিদ্রদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীলা ছিলেন। তাদের কথা শুনে তিনি অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়তেন, তার পক্ষে যতটা সম্ভব হতো তিনি সাহায্য ও সহযোগিতা করতেন। তার বৈশিষ্ট্য-সংক্রান্ত এসব কথা কোন অত্যুক্তি নয়। তিনি তার বাড়ির কাজের লোকদের সাথে অতি উত্তম ব্যবহার করতেন বরং তার এক কন্যা লিখেন, তিনি তাদেরকে স্বীয় সন্তানের মতো প্রতিপালন করতেন। এক পরিচারিকা বিয়ের সময় সে বলে, আমারও তেমন গয়নাগাটি চাই যেমন গয়নাগাটি আপনি আপনার কন্যাকে দিয়েছেন; আর পরে তিনি তাকে সেরূপ গয়নাগাটি বানিয়েও দেন।

তার তিন কন্যা এবং একজন পুত্র রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি মূসীয়া ছিলেন। গতকালই তার জানাযা হয়েছে এবং বেহেশতি মাকবেরাতে সমাহিত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানসন্ততিকেও তাদের শ্রদ্ধেয়া মাতার পূণ্যকর্মগুলো অবলম্বন করার তৌফিক দান করুন এবং পরস্পরের সাথেও ভালোবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সহাবস্থানের সৌভাগ্য দান করুন এবং জামা'ত ও খেলাফতের সাথে সর্বদা গভীরভাবে সম্পৃক্ত রাখুন। (আমীন) **********

বদর পত্রিকা সংরক্ষণ করুন

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগের স্মারক 'বদর পত্রিকা' ১৯৫২ সাল থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাদিয়ান দারুল আমান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে এবং জামাত আহমদীয়ার সদস্যদের ধর্মীয় চাহিদা পূরণ করে চলেছে। এতে কুরআনের আয়াত, মহানবী (সা.)-এর হাদীস, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মালফুযাত ও লেখনী ছাড়াও সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাম্প্রতিক খুতবা ও ভাষণ, বার্তা, প্রশ্নোত্তর আকারে খুতবা জুমা, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সফরের ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞান সমৃদ্ধ ঈমান উদ্দীপক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়ে থাকে। এর অধ্যায়ন করা, অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা করা আমাদের সকলের কর্তব্য। এই সমস্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বদর পত্রিকার প্রত্যেকটি সংখ্যা যত্ন করে নিজের কাছে রেখে দেওয়া আমাদের সকলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা সম্বলিত এই পবিত্র পত্রিকা সম্মানের দাবি রাখে। অতএব এটিকে বাতিল কাগজ হিসেবে বিক্রি করা এর সম্মানকে পদদলিত করার নামান্তর। যত্ন করে রাখা যদি সম্ভব না হয়, তবে সেগুলিকে অতি সাবধানে নষ্ট করে দিন যাতে এই পবিত্র লেখনী গুলির অসম্মান না হয়। আশা করা যায়, জামাতের সদস্যবর্গ এদিকে বিশেষ মনোযোগ দিবেন এবং এর থেকে যথাসম্ভব উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রাখবেন।

(সম্পাদকীয়)

ড্রাইভার পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি
(সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান)

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ানে ড্রাইভারের শূন্যপদে নিয়োগ করা জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে। যে সমস্ত ব্যক্তি ড্রাইভার হিসেবে জামাতের সেবা করতে ইচ্ছুক তারা নিজেদের আবেদন পত্র দুই মাসের মধ্যে নাযারত দিওয়ান সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ায় পাঠিয়ে দিন। শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১) প্রত্যাশীর কাছে ড্রাইভিং লাইসেন্স ও ড্রাইভিং-এর অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। ২) শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন শর্ত নেই। ৩) প্রত্যাশীর জন্ম প্রমাণ পত্র অবশ্যই থাকতে হবে। ৪) সেই প্রত্যাশীকেই ড্রাইভার হিসেবে নেওয়া হবে যে নিয়োগ বোর্ডের ইন্টারভিউ পাস করবে। ৫) প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়ে নিজেকে সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান প্রমাণ করতে হবে। ৬) ড্রাইভারদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর সমান ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। ৭) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। ৮) প্রত্যাশী ড্রাইভার হিসেবে নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

নোট: নির্দিষ্ট আবেদন ফর্ম নাযারত দিওয়ান সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া থেকে সংগ্রহ করুন। আবেদন ফর্ম নিয়মানুযায়ী পুরণ হয়ে আসার পর তা কার্যকরী হবে।

চতুর্থ শ্রেণীর শূন্যপদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি
(সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান)

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ানে চতুর্থ শ্রেণীতে শূন্যপদে নিয়োগ করা জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে। যে সমস্ত ব্যক্তি এই পদে জামাতের সেবা করতে ইচ্ছুক তারা নিজেদের আবেদন পত্র পুরণ করে নাযারত দিওয়ান সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ায় পাঠিয়ে দিন। শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১) শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন শর্ত নেই। ২) প্রত্যাশীর বয়স ২৫ বছরের নীচে হওয়া আবশ্যক প্রত্যাশীর জন্ম প্রমাণ পত্র অবশ্যই থাকতে হবে। ৩) সেই প্রত্যাশীকেই ড্রাইভার হিসেবে নেওয়া হবে যে নিয়োগ বোর্ডের ইন্টারভিউ পাস করবে। ৪) প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়ে নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। ৫) ড্রাইভারদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর সমান ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। ৬) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। ৭) প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। আবেদনের জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম নাযারত দিওয়ান সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া থেকে চেয়ে পাঠান। এই বিজ্ঞপ্তির দুই মাসের মধ্যে যে আবেদন পত্র আসবে, কেবল সেগুলিই গ্রাহ্য হবে।

(নাযির দিওয়ান, কাদিয়ান)

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন:

ই-মেল: nazaratdiwanqdn@gmail.com

Office: 01872-501130

যুগ ইমামের বাণী

"এই কৌশলটি সব সময় প্রয়োগ করে দেখ, যখনই কোন বিপদের সম্মুখীন হও, তৎক্ষণাৎ নামাযে দাঁড়িয়ে যাও।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৬)

দোয়া প্রার্থী:

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gouhati)

১২৫ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০১৯ সালে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিতব্য জলসা সালানার জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৭, ২৮ ও ২৯ শে ডিসেম্বর ২০১৯ (যথাক্রমে- শুক্র, শনি ও রবিবার)। আশিসমণ্ডিত এই জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন আর পাশাপাশি দোয়াও করুন যেন আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করেন। এই জলসা সালানা যেন সার্বিকভাবে সফল ও আশিসমণ্ডিত হয়, এবং সৎ প্রকৃতির মানুষের হেদায়েতের কারণ হয়, সেই উদ্দেশ্যে দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা। (নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

২ পাতার পর..

পুরুষকে প্রেরণ করেছেন, আমাদেরকে তাঁকে মান্য করার তৌফিক দান করেছেন। তাই আমাদের এই মান্য করা তখনই স্বার্থক হবে যখন আমরা তাঁর থেকে পথপ্রদর্শন গ্রহণ করব এবং সেই অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করব। অন্যথায় তাঁকে মান্য করা কোন কাজে আসবে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আজকাল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মানুষ স্বার্থপরতার কারণে নিজের জন্যই সমস্যা ও বিপদ ডেকে এনেছে। এছাড়াও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেও দুর্যোগের ধারা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কোথাও ঝড়-তুফান মানুষকে ধ্বংস করছে, আবার কোথাও অনাবৃষ্টি মানুষকে সমস্যা ও বিপদাবলীর দুর্বিপাকে আবদ্ধ করে রেখেছে। মানুষ যে সমস্ত উপায় উপকরণের উপর নির্ভর করত সেগুলি ধ্বংস হচ্ছে। এমতাবস্থায় একজন মোমেনকে পূর্বের চেয়ে বেশি আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক। যেরূপ আমি উল্লেখ করলাম, আল্লাহ্ তা'লার দিকে পথপ্রদর্শনের জন্য তিনি নিজের প্রত্যাদিষ্ট পুরুষকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে , ভিন্ন বাক্যে ও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এই পথপ্রদর্শন যদি সঠিক অর্থে আমরা মেনে চলি তবে এগুলি আমাদেরকে সকল বিপদাপদ থেকে মুক্তি দান করবে। আর এটি আমাদের জীবনের জন্য এক শ্বাশ্বত পথ যা সর্বোত্তম পরিণাম বহনকারী।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখন আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব যা তিনি বিভিন্ন সময় জামাতকে উপদেশ হিসেবে দান করেছেন আর তিনি জামাতের কাছে এই প্রত্যাশা রেখেছেন, তারা এই নির্দেশ অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করবে। তিনি জামাতের সদস্যদের প্রতি অত্যন্ত বেদনাতুর হয়ে এগুলির উপর আমল করার উপদেশ দিয়েছেন যাতে তারা সতত আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি অর্জনকারী হয়, বিপদাবলী ও পরীক্ষা থেকেও রক্ষা পায় যা আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির কারণে এসে থাকে। তাঁর প্রত্যাশা হল, জামাতের সদস্যরা যেন প্রকৃত আহমদী হয়, বয়আতের স্বার্থকতা পূর্ণ করে, তাকওয়ার পথে বিচরণকারী হয় এবং আল্লাহ্ এবং তাঁর বান্দাদের অধিকার যেন প্রদান কারী হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর অনুগামীদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি হওয়া দেখার জন্য বেদনাতুর হয়ে থাকতেন, যাতে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা করে প্রকৃত মোমেনে উত্তীর্ণ করা যায়। এ বিষয়টি তাঁর এই উক্তি থেকে অনুমান করা যায়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: গতকাল অর্থাৎ ২২ শে জুন, ১৮৮৯ সাল, খোদার পক্ষ থেকে বহুবার ইলহাম হয়েছে, তোমরা মুত্তাকি হও আর তাকওয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পথে বিচরণ কর। এর ফলে খোদা তোমাদের সঙ্গে হবেন। এর জন্য আমার মন বড়ই ব্যকুল হয়ে ওঠে যে, কোন উপায়ে আমি জামাতের সদস্যদেরকে প্রকৃত তাওয়া ও পবিত্রতার পথে নিয়ে আসব? আমি অনেক দোয়া করি, এতটাই যে এরফলে আমার শরীরে দুর্বলতা ছেয়ে যায়। অনেক সময় মূর্ছিত হয়ে প্রাণ সংকট দেখা দেয়।' তিনি বলেন, যতক্ষন পর্যন্ত না কোন জামাত খোদার দৃষ্টিতে মুত্তাকি বলে গণ্য হয়, ঐশী সাহায্য লাভ হতে পারে না। তিনি বলেন: সকল পবিত্র (ঐশী) গ্রন্থ যেমন- তওরাত, ইঞ্জিলের শিক্ষার সারবত্তাই হল তাকওয়া। কুরআন করীম একটি মাত্র শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ তা'লার সম্পূর্ণ ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছে। তিনি বলেন: জামাতের প্রকৃত মুত্তাকি, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দানকরী এবং আল্লাহ্‌র কারণে জগত বিমুখদেরকে পৃথক করে তাদেরকে কিছু ধর্মীয় কাজ সোপর্দ করার ভাবনাও আমার রয়েছে। অপরদিকে জগতের কামনা বাসনায় নিমজ্জিত এবং দিবারাত্রি মৃতজগত লাভের আশায় কৃচ্ছসাধনকারীদের জন্য বিন্দুমাত্র বিচলিত নই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব এই বেদনা আমাদেরকে অনুভব করতে হবে। এই বেদনার উপলব্ধি ছাড়া কিম্বা তাঁর আকাঙ্খা অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত না করলে সেই দোয়ার অংশীদার হওয়া যায় না। অতএব প্রত্যেক আহমদীকে এই বেদনা সামনে রাখা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মুত্তাকির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন: সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা তাকওয়া ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে কতদূর পর্যন্ত উন্নতি করলাম। এর মানদণ্ড হল কুরআন করীম। তাকওয়া ও পবিত্রতার মান হল কুরআন। আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকিদের এটিও একটি বৈশিষ্ট হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মুত্তাকিদের পৃথিবীর অপ্রিয় বিষয়াদি থেকে মুক্ত করে স্বয়ং তাদের তত্ত্বধায়ক হয়ে যান। যেরূপ তিনি বলেছেন- যে ব্যক্তি খোদা তা'লাকে ভয় করে, আল্লাহ্ তা'লার তার জন্য প্রত্যেক বিপদের সময় পরিত্রাণের পথ বের করে দেন। এটি ভাষান্তর। এর সঙ্গে তিনি ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্ তা'লার তার জন্য প্রত্যেক বিপদের সময় পরিত্রাণের পথ বের করে দেন এবং তার জন্য এমন জীবিকার বিধান করে দেন যা তার কল্পনাতেও থাকে না। অর্থাৎ মুত্তাকিদের একটি বৈশিষ্ট হল আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকিকে গর্হিত প্রয়োজনাদির মুখাপেক্ষী রাখেন না। অহেতুক জাগতিক কামনা বাসনা তার হৃদয়ে স্থান পায় না। উদাহরণ স্বরূপ, একজন দোকানদার মনে করে, অসাধুতা ছাড়া ব্যবসা চলতেই পারে না। সেই কারণে সে অসাধুতা থেকে বিরত হয় না আর মিথ্যা বলার বাধ্যবাধ্যকতা দেখায়। কিন্তু একথা কোনওভাবেই সত্য নয়। খোদা তা'লা স্বয়ং মুত্তাকির তত্ত্বাধায়ক হয়ে যান এবং তাকে এমন অনেক ক্ষেত্রে রক্ষা করেন যেখানে মিথ্যা বলতে বাধ্য হতে হয়। " অর্থাৎ যে সব উপলক্ষ্য সত্য বলতে বাধা দেয়, সেসব স্থান থেকে আল্লাহ্ তা'লা তাকে নিরাপদ রাখেন। তিনি বলেন, " যখন কেউ খোদাকে ত্যাগ করে, তখন খোদা তাকে ত্যাগ করেন। আর রহমান যদি তাকে ত্যাগ করেন, তবে শয়তান অবশ্যই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলবে।" তিনি বলেন, একথা মনে করো না যে, খোদা তা'লা দুর্বল। তিনি মহাশক্তিশালী। তার উপর কোন বিষয়ে নির্ভরশীল হলে অবশ্যই তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন। যে আল্লাহ্‌র উপর আস্থা রাখে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট। এর পূর্বে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তারা ছিল ধর্মমান্যকারী। তাদের যাবতীয় ধ্যান ও চিন্তা ধর্মীয় বিষয়ের জন্য ছিল। আর জাগতিক বিষয়াদি খোদার হাতে অর্পিত ছিল। এই কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে আশ্বস্ত করে বলেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। মোটকথা তাকওয়ার বরকতগুলির মধ্য একটি হল, আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকিকে সেই সমস্ত বিপদাপদ থেকে পরিত্রাণ করেন যেগুলি ধর্মীয় বিষয়াদির ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অতএব একজন মুত্তাকি আল্লাহ্ তা'লার উপর আস্থা রাখে। যদি নিজের কাজকর্মের জন্য বুদ্ধি ও ধূর্ততার উপর বেশি আস্থা থাকে তবে তাকে মুত্তাকি বলা যেতে পারে না।

এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরও বলেন: " আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকিকে ভালবাসেন। খোদা তা'লার মহত্বকে স্মরণ করে। আল্লাহ্ তা'লা অতীব মহান। তাঁকে সর্বদা স্মরণ কর এবং তাঁর ভয়ে ভীত হও। তোমাদের হৃদয়ে ভীতি থাকা বাঞ্ছনীয়। ভয়ের কারণ হল, প্রথমে বলে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ স্নেহশীল। অতএব মুত্তাকী সব থেকে বেশি আল্লাহ্‌র মহত্বকে স্মরণ করে আর তিনি যেন তার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন সে জন্য সব সময় উৎকণ্ঠায় থাকে। " তিনি বলেন, " আর স্মরণ রেখো, সকলেই আল্লাহ্‌র বান্দা। কারো প্রতি অন্যায় করো না। কারও প্রতি রুক্ষ আচরণ করো না বা কাউকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখো না। জামাতে যদি একজন ব্যক্তিও নোংরা স্বভাবের হয়, তবে সে সকলকে কলুষিত করবে। যদি তোমার স্বভাব উগ্রতা প্রবণ হয়, তবে আত্মমন্থন করে দেখ যে এই উগ্রতার উৎসমুখ কোনটি। এটি অত্যন্ত ভয়ের স্থান।"

মানুষের প্রত্যেকটি কাজ খোদা তা'লার অভিপ্রায় অনুসারে হওয়া উচিত কেননা, এটিই প্রকৃত পুণ্য ও তাকওয়ার পরিচায়ক। কিন্তু মানুষের প্রত্যেকটি কাজ কখন খোদার অভিপ্রায় অনুসারে হয়? হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই বিষয়টিকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: 'মোটকথা, মানুষ যখন প্রবৃত্তির উত্তেজনা থেকে মুক্ত হয়ে আমিত্ব ত্যাগ করে খোদার অভিপ্রায়ের মধ্যে বিচরণ করে, তখন তার কোন কাজ আর অবৈধ হয় না, বরং প্রত্যেকটি কাজ খোদার ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত হয়।"

হুযুর আনোয়ার বলেন: অর্থাৎ প্রবৃত্তির উত্তেজনা থেকে পবিত্র হওয়া আত্মকেন্দ্রীকতা ত্যাগ করে খোদার ইচ্ছার মধ্যে চলা। খোদার ইচ্ছা কি? সেটি যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন দেখ এবং কুরআন অনুসারে চল। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা যে বিধিনিষেধ বিধিবদ্ধ করেছেন, সেগুলি অনুসরণ ও অনুশীলন কর। তিনি বলেন,

ইমামের বাণী

"কুরআন শরীফ অনুধাবন করার এবং সেই অনুসারে হিদায়াত পাওয়ার জন্য তাকওয়াই মূল।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)**

ইমামের বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)

দোয়াপ্রার্থী: **Nur Alam, Amir Jalpaiguri District**

"মানুষ যেখানে পরীক্ষায় নিপতিত হয়, সেখানে সবসময়ই দেখা গেছে যে, সেই কাজ খোদার ইচ্ছার অধীনে হয় না। খোদার ইচ্ছা এর বিপরীতে হয়ে থাকে। এমন ব্যক্তি নিজের আবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে এমন কোন কাজ করে বসা যার পরিণাম মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু যদি কেউ সংকল্পবদ্ধ হয় যে, আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসরণ ব্যতীত তার কোন গতিবিধি হবে না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আদেশাবলী না দেখা পর্যন্ত সে কোন কাজ করবে না এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে কিতাবুল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, তবে নিশ্চিতভাবে কিতাবুল্লাহ্ তাকে পরামর্শ দিবে-

; ;;;;;;;;; অর্থাৎ শুষ্ক বা আদ্র এমন কোন বিষয় নেই যার উল্লেখ কুরআন করীমে নেই। কোন মানুষের জীবনে এমন কোন সময় আসতেই পারেনা বা আসবে না যার আদেশ বা নিষেধ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই দিয়ে রাখেন নি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীম প্রত্যেক মোমেনের পথপ্রদর্শন করেছেন। তিনি বলেন, " তাই আমরা যদি সংকল্পবদ্ধ হই যে, পরামর্শ বা দিক-নির্দেশনা কুরআন থেকেই গ্রহণ করব, তবে অবশ্যই আমরা পরামর্শ পাব। কিন্তু সেই ব্যক্তি অবশ্যই ক্ষতির মধ্যেই পড়বে, যে প্রবৃত্তির দাসত্ব করে। অনেক সময় সে সেই স্থানে ধৃত হবে বা শাস্তি পাবে। সেই অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যারা ওলীর মর্যাদা প্রাপ্ত, তারা আমার সঙ্গে চলার ও বলার সময় কাজ করে, তারা যেন তাতে বিলীন হয়ে থাকে। অতএব এই বিলীনতার ক্ষেত্রে যে যত কম, সে খোদা থেকে ততদূরে অবস্থান করছে। কিন্তু এই বিলীনতা সেই মানের হয়ে থাকে যেরূপ আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন তবে তার ঈমান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া কঠিন। তাদের সমর্থনে আল্লাহ্ ত'ালা বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ওলী বা বন্ধুর মোকাবেলা করে, সে আমার মোকাবেলা করে। এটি হাদীসের অংশ। এখন দেখুন মুত্তাকির মর্যাদা কত উচ্চ। যার নৈকট্য খোদার কাছে এমন যে তাকে যাতনা দেওয়া খোদাকে যাতনা দেওয়ার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়, তবে খোদা তা'লা তার কতটা সাহায্যকারী হবেন। অতএব সমস্যাবলী ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা পেতে আল্লাহ্ তা'লার সামনে নতজানু হওয়া এবং তাঁকে সাহায্যকারী হিসেবে স্বীকার করা ছাড়া মানুষের কাছে কোন উপায় নেই। চতুর্দিক থেকে বিপদাপদ যখন মানুষকে ঘিরে ধরে, যুদ্ধের আশঙ্কাও ঘনীভূত হয়, তখন প্রশ্ন করা হয় কিভাবে এর থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে? হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একটি পঙক্তিতে এর উল্লেখ করেছেন।

'আগ হ্যায় পর আগ সে বাচায়ে জায়েঙ্গে, জো কি রাখতে হ্যাঁ খোদায়ে জুল আজায়েব সে পেয়ার।'

অর্থাৎ আগুন তো রয়েছে, কিন্তু তা থেকে তাদেরকে রক্ষা করা হবে যারা মহাবিস্ময়ের অধিপতি খোদাকে ভালবাসে। '

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক রাখা আবশ্যক। এরপর, তাঁর বয়াতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্পর্কে জামাতের সদস্যদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: " আমাদের জামাতের জন্য তাকওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। বিশেষ করে এই দিক থেকেও যে, তারা এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে এবং তার বয়াতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে যে নিজেকে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ বলে দাবি করেছে। যাতে সেই সমস্ত মানুষ যা কিছু বিদ্বেষ ও অবাধ্যতার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে। " তিনি বলেন, " আপনাদের জানা আছে যে, কেউ অসুস্থ হলে, তার রোগ ছোট হোক বা বড়, যদি না তার ঔষধের ব্যবস্থা করা হয় এবং চিকিতসার জন্য কষ্ট সহ্য না করা হয়, তবে রোগ নিরাময় সম্ভব নয়। চেহারায় সামান্য ছোট্ট একটি দাগ দেখা দিলে মানুষ শতা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তার মনে আশঙ্কা থাকে যে এই দাগ ক্রমশ বাড়তে বাড়তে শেষে পুরো মুখমন্ডলে না ছড়িয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে অন্তরের উপর পাপের একটি ছোট তিলক থাকে। পাপ ও দুর্বলতার ছোট দাগ অন্তরে থাকে যার প্রতিকার না করা হলে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ছোট ছোট পাপ ক্রমাগত উপেক্ষা করতে থাকলে অবশেষে গুরু পাপের রূপ ধারণ করে।" ছোট ছোট পাপগুলির প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে শিথিলতা দেখালে বাহ্যত ছোট পাপগুলিই বড় পাপে পরিণত হয়। তিনি বলেন, ছোট পাপগুলি সেই ছোট্ট দাগটির ন্যায় যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে অবশেষে সমগ্র মুখমণ্ডলকে কালো করে দেয়।" কিছু দুর্বলতা রয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে মানুষ মনে করে বিশেষ কোন ব্যাপার নয়, এটি সামান্য বিষয়। তিনি বলেন, "সামান্য বিষয় মনে করো না, কারণ এটি বড় পাপে পরিণত হবে। আর যেভাবে একটি দাগ সমগ্র মুখমণ্ডলকে কালো করে দেয়, অনুরূপে এটি বড় হয়ে তোমাকে কালো করে দিবে। যদি ছোট ছোট ভুলত্রুটি ও দুর্বলতা দূর করার প্রতি মনোযোগ না দাও তবে সেগুলি বড় পাপ হয়ে উঠবে আর এর কারণে মানুষের পুরো চেহারাটায় কালো হয়ে যাবে। অন্তরও কালো হয়ে যাবে। তিনি বলেন, "আল্লাহ্ রহীম ও করীম যে পাপ করে তাকে তিনি শাস্তিও দান করেন। তিনি বলেন, " তিনি যখন দেখেন একটি জামাতের দাবি ও আস্ফালন অনেক বেশি, কিন্তু তাদের ব্যবহারিক অবস্থা তেমনটি নয়, তখন তাঁর ক্রোধ বৃদ্ধি পায়।" দাবি করছ যে আমরা বয়আতের অন্তর্ভুক্ত, যুগের ইমামকে মান্য করেছি, আঁ হযরত (সা.)-এর প্রাণদাসকে গ্রহণ করেছি, আমরা পৃথিবীকে ধর্ম শেখাব, পৃথিবীতে ইসলামের বিজয়ের জন্য আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করব ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যদি আমল না থাকে, তবে এগুলি কেবল মৌখিক দাবি মাত্র। তিনি বলেন, তবে তোমরা আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধকে আমন্ত্রন জানাচ্ছ। তিনি বলেন, " তখন এমন জামাতকে শাস্তি দিতে তিনি কাফেরদেকে বেছে নেন। তিনি বলেন, " যারা ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন তারা জানেন যে, একাধিক বার মুসলমানেরা কাফেরদের হাতে পর্যদুস্ত হয়েছে। যেমন চেঙ্গিস খান এবং হালাকু খান মুসলমানদের ধ্বংস করেছে। অথচ আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের সাহায্য ও সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। " আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যদি কেউ তোমাদের উপর আক্রমণ করে বা তোমাদের কেউ ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করে, তবে আমি তোমাদের সাহায্য করব। কিন্তু বাস্তবে মুসলমানেরাই কাফেরদের হাতে লাঞ্ছিত হল। কেননা, তাদের আমল সঠিক ছিল না। তিনি বলেন, "যদিও আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে সাহায্য সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তাসত্ত্বেও মুসলমানেরা পরাজিত হল। বর্তমান যুগেও আমরা সেই একই চিত্র দেখতে পাচ্ছি। প্রত্যেকটি মুসলমান দেশ কোনও না কোনওভাবে অ-মুসলিম দেশের সামনে নতজানু হয়ে রয়েছে। তাদের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করছে আর তাদের সাহায্য নিয়ে মুসলমানদেরকেকেই হত্যা করছে। এগুলি সব কি? ইসলাম কি নিরপরাধ মানুষদেরকে হত্যা করার শিক্ষা দেয়? আঁ হযরত (সা.) রহমতুল্লিল আলামীন বা বিশ্বের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ এসেছিলেন। এখন এই নমুনা দেখানো হচ্ছে, যার পরিণামে পরাশক্তিগুলি সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাদের উপর একের পর এক শর্ত চাপিয়ে দিচ্ছে। আর তারা নিজেদের ইচ্ছেমত চলছে। তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর এদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তিনি বলেন, "অনেক সময় এমন ধরণের ঘটনাবলী এই কারণেই ঘটেছে যখন আল্লাহ্ তা'লা দেখেন যে, মুখে লাইলাহা ইল্লাল্লাহু উচ্চারণ করে, কিন্তু হৃদয় অন্য দিকে রয়েছে আর নিজের কর্মধারা দ্বারা জগতের কীট প্রতিপন্ন হয়েছে, তখন তিনি তাঁর রুদ্র মূর্তি ধারণ করেছেন।

তিনি বলেন, " মানুষের লক্ষ্য রাখা উচিত যে, তার কথা ও কাজ কতদূর পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে। যদি সে দেখে যে, তার কথা ও কাজে বৈষম্য রয়েছে, তবে বুঝে নেওয়া উচিত যে, ঐশী প্রকোপে পড়তে চলেছে। মুখের কথা যতই পবিত্র হোক না কেন, যে অন্তর অপবিত্র তা খোদার দৃষ্টিতে কোনও মূল্য রাখে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এটি বড়ই চিন্তার বিষয়। আত্মমন্থন করুন। প্রত্যেকেই আত্মমন্থন করতে পারে। যদি অন্তর অপবিত্র হয়, তবে যত খুশি ভাল কথা বল না কেন, খোদার দৃষ্টিতে তার মূল্য থাকে না। বরং এর ফলে খোদার প্রকোপ উদ্বেলিত হবে। এরফলে আল্লাহ্ তা'লা অসন্তুষ্ট হবেন। তিনি বলেন, " আমার জামাতের বুঝে নেওয়া উচিত যে, তারা আমার কাছে এই কারণেই এসেছে যাতে বীজন বপন করা হয় এবং তারা ফলদায়ী বৃক্ষে পরিণত হয়।" অতএব প্রত্যেকের আত্মপর্যালোচনা করে দেখা উচিত, তার অভ্যন্তরভাগ কোন অবস্থায় রয়েছে। তিনি বলেন, " খোদা না করুন, যদি আমাদের জামাতের অবস্থাও অনুরূপ হয়, যার মুখে এক কথা অন্তরে আর এক, তবে শেষ পরিণতি শুভ হবে না। আল্লাহ্ তা'লা যখন দেখেন, একটি জামাত অন্তঃসারশূন্য, কেবলই মৌখিক দাবি করে, তবে তিনিও ভ্রুক্ষেপহীন, কারোর পরোয়া করেন না। "দেখ, বদরের যুদ্ধে জয়লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। সর্বত্র বিজয়ের আশা ছিল। আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.)কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তোমাদেরকে বিজয় দান করব। কিন্তু তাসত্ত্বেও আঁ হযরত (সা.) কেঁদে কেঁদে দোয়া করছিলেন। হযরত আবু বাকার (রা.) নিবেদন করেন, যখন বিজয়ের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তবে

ইমামের বাণী

" যে ব্যক্তি ইসলামের সম্মানের জন্য আত্মাভিমান রাখে না, খোদা তা'লা তার সম্মান ও আত্মাভিমানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali, Amir Birbhum District

এমন কেঁদে কেঁদে দোয়া করার প্রয়োজন কি? এতটা উৎকণ্ঠিত হওয়ার দরকার কি? আঁ হযরত (সা.) বললেন, সেই সত্তা কারোর মুখাপেক্ষী নন। সেই ঐশী প্রতিশ্রুতিতে কোন গোপন শর্তও তো থাকতে পারে যা আমার কাছে প্রকাশ করা হয় নি বা সেটি তোমাদের সম্পর্কে আর সেটি পূর্ণ হচ্ছে না। এই কারণে দোয়া করা এবং নিজের মানবীয় দুর্বলতাসমূহ এবং তোমাদেরও দুর্বলতা সমূহের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা আবশ্যক, যাতে বিজয় নিশ্চিত বিজয়ে পর্যবসিত হয়। ”

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব এই পন্থা আমাদেরকে দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে, সবসময় একথা যেন স্মরণে থাকে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে বিজয় দানের, সঙ্গ দানের এবং তাঁর জামাকে বিস্তৃতি দানের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই দান করেছেন। কিন্তু এর সঙ্গে শর্তও রয়েছে। আর সেটি হল আমাদের কর্মও যেন সেই অনুসারে হয়। অতএব আমাদের ধরে নেওয়া উচিত নয় যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আত করে নেওয়াই যথেষ্ট। না, বরং এর সঙ্গে আমলও করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার কিতাব মোতাবেক চলার যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে, তবেই আমরা খোদার প্রীতিভাজন হতে পারব। তবেই তিনি আমাদেরকে সমস্যাবলী থেকে বের হওয়ার পথ দেখাবেন এবং সেই পথ এমন হবে যা আমাদের কল্পনার উর্দ্ধে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এরপর নৈতিক বা চারিত্রিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন: "আমাদের জামাতের উচিত নৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া, কেননা, **'আল ইসতেকমাতু ফাউকুল কিরামা'** প্রবাদটি প্রসিদ্ধ। জামাতের সদস্যদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যদি কেউ তাদের উপর কঠোরতা করে, তবে প্রত্যুত্তরে বিনয় প্রদর্শন করতে হবে। প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রেও কঠোরতা ও উগ্রতার তাগিদ যেন না থাকে।" কোন প্রকার কঠোরতা উত্তর দিবেন না, প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন না। তিনি বলেন, " মানুষের মধ্যে আত্মা রয়েছে যাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। 'আম্মারা' (অবাধ্য) 'লাওয়ামা' (অনুশোচনাকারী) এবং 'মুতমায়িন্না' (প্রশান্ত) । 'আম্মারা' বা অবাধ্য অবস্থায় মানুষ আবেগ এবং অনর্থক উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আত্ম সংযম হারিয়ে ফেলে। আর নৈতিক অবস্থা থেকে অধঃপতিত হয়। এটিই হল নফসে আম্মারা। ছোট ছোট কথায় প্রতিশোধ গ্রহণ, লড়াই-ঝগড়া এবং গালি দিতে উদ্যত হয়। কিন্তু 'লাওয়ামা'-এর পর্যায়ে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।"

তিনি বলেন, ' একটি শ্রুতি স্মরণে এল যা সাদী বোস্তাঁয় লিখেছেন। এক বুযুর্গকে কুকুরে কামড়ায়। সে ঘরে ফিরে এলে বাড়ির লোকেরা দেখল তাকে কুকুরে কামড়েছে। এক ছোট্ট শিশুকন্যাও সেখানে ছিল। সে বলল, আপনিও কেন ওকে কামড়ালেন না? সেই বুযুর্গ উত্তর দিলেন, মানুষ কুকুরপনা করতে পারে না। " কামড়ানো কুকুরের স্বভাব। মানুষ তো আর কুকুর নয়, সে তো মানুষ। সে নিজের বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করবে, এমনটিই তোম কাম্য। তিনি বলেন, "অনুরূপভাবে মানুষের উচিত যখন কোন দুষ্টপ্রকৃতির মানুষ তাকে গালি দেয়, তখন মোমে আবশ্যিকভাবে তা যেন উপেক্ষা করে, অন্যথায় কুকুরের সেই উপমাটি তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। খোদার নৈকট্যভাজনদের অনেক গালি শুনতে হয়েছে, অশেষ যাতনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 'আরেজ আনিল জাহিলীন' অর্থাৎ অজ্ঞদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও- এই কথাই তাদেরকে বলা হয়েছে। পূর্ণ মানব স্বয়ং হযরত মহম্মদ (সা.)কে অনেক যাতনা দেওয়া হয়েছে, গালি দেওয়া হয়েছে, নোংরা কথা বলা হয়েছে, কিন্তু চারিত্রিক উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠায় উপনীত সেই সত্তা এগুলি প্রতিহত করতে কি ব্যবস্থা নিলেন? তিনি তাদের জন্য দোয়া করলেন। আর যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা তাঁর কাছে অঙ্গীকার নিয়ে রেখেছিলেন যে, অজ্ঞদের (দুর্ব্যবহার) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে আমরা তোমার সম্মান ও প্রাণ নিরাপদ রাখব। এই জগতপূজারীরা তোমার উপর আক্রমণ করতে পারবে না। এমনটিই হয়েছে যখন হুযুর (সা.)-এর বিরোধীরা তাঁর সম্মানের উপর আক্রমণ করতে পারে নি, বরং নিজেরাই লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হয়ে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়েছে অথবা ধ্বংস হয়ে গেছে। মোট কথা এটি 'লাওয়ামা'-এর বৈশিষ্ট যা টানাপোড়েনের মাঝেও মানুষের সংশোধন করে দেয়। দৈনন্দিন জীবনে দেখা যায় যে, যদি কোন অজ্ঞ বা বর্বর ব্যক্তি গালি দেয় বা কোন দুষ্কর্ম করে, তবে তার থেকে যতটা দূরে থাকবে, ততই তোমার সম্মান অক্ষুন্ন থাকবে। অপরদিকে তার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে, ততই নিজের ধ্বংস ডেকে আনবে এবং অসম্মানকে বরণ করবে। " প্রশান্ত চিত্ত বা নফসে মুতমায়িন্নার অবস্থায় মানুষ পুণ্যকর্ম সম্পাদনের গুণ অর্জন করে ফেলে। আর তখন সে আল্লাহ্ ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত কিছু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয়।' নফসে মুতমায়িন্নার পর্যায়ে উপনীত হলে মানুষ জগত থেকে নিজেকে বিছিন্ন করে নেয়।

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'দারুস সানাত'-এ ভর্তি চলছে

২০১৯-২০২০ সাল

Ahmadiyya Vocational (Technical) Training centre Qadian

কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি কাদিয়ানের পরিবেশে নামায ও দরস থেকে উপকৃত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ১৯৩৪ সালে কাদিয়ানের পবিত্র ভূমিতে যুবকদের কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করে তুলতে এবং তাদেরকে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 'দারুস সানাত' (কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) -এর গোড়াপত্তন করেন যা দেশ বিভাজনের পর প্রতিকূল অবস্থার কারণে বন্ধ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'লার অশেষ কৃপা, হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর মঞ্জুরী ও নির্দেশক্রমে দারুস সানাত ২০১০ সালে পুনরায় আরম্ভ হয়েছে যা বর্তমানে নাযারত তালিম-এর তত্ত্বধানে KvR Ki‡Q| GB cØZôbW fviZ miKvi (wjø) NSIC (ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিস কর্পারেশন)-এর সঙ্গে affiliated. উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে এক বছরের কোর্স সম্পূর্ণ করার পর ছাত্রদেরকে ভারত সরকার অনুমোদিত সনদ দেওয়া হয়ে থাকে।

সারা ভারতের আহমদী যুবকদের কাছে এই প্রতিষ্ঠান থেকে উপকৃত হওয়ার আবেদন করা হচ্ছে। দারুস সানাত-এ বর্তমানে নিম্নোক্ত টেকনিক্যাল কোর্স এক বছরে পড়ানো এবং শেখানো হচ্ছে।

১) ওয়েল্ডিং, ২) ইলেকট্রিক্যাল, ৩) প্লাম্বিং, ৪) এসি. ও ফ্রিজ, ৫) ডিজেল মেকানিক, ৬) পেট্রোল মেকানিক, ৭) কার্পেন্টার, ৮) কম্পিউটার।

এ যাবৎ এই প্রতিষ্ঠান থেকে কয়েক শ আহমদী যুবক প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশের বিভিন্ন অংশে কাজ করছে।

ভর্তির শর্তাবলী:

১) প্রত্যাশীকে অন্ততঃপক্ষে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে হবে।

২) প্রবেশিকা ফর্ম সম্পূর্ণরূপে পুরণ করার পর ৩০শে জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত দারুস সানাত কাদিয়ান-এর প্রিন্সিপ্যালকে রেজিস্ট্রি ডাক বা ই-মেল মারফত পাঠিয়ে দিন বা সঙ্গে নিয়ে আসুন। ৩) কাদিয়ানে বাইরের থেকে আসা আহমদী ছাত্ররা জামাতের আমীর/ সদর/ মুবাল্লিগ -এর সত্যায়িত পত্র অবশ্যই নিয়ে আসবেন। ৪) হস্টেলের সুবিধা কেবল ৪০ জন ছাত্রের জন্য উপলব্ধ রয়েছে। ছাত্রের সংখ্যা এর থেকে বেশি হলে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা ছাত্রকে নিজেকে করতে হবে। ৫) সমস্ত কোর্স ১ বছরের । অতএব টেকনিক্যাল কোর্সে ভর্তি হতে হলে এর ফি এক বা দুই কিসতিতে পরিশোধ করা আবশ্যক। ৬) প্রত্যাশীকে পত্র কিম্বা টেলিফোন মারফত কাদিয়ান আসতে বলা হবে। অনুমতি পাওয়ার পর ৩০ শে জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত নিজের খরচে কাদিয়ান পৌঁছে যান। ৭) প্রবেশিকা ফর্মের সঙ্গে আবশ্যকীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করুন। (পার্সোনাল মেডিক্যাল ফাইল যুক্ত করুন যার মধ্যে থাকবে রক্তের গ্রুপ, কোন এলার্জি বা অসুখের উল্লেখ, জামাতের পরিচয় পত্র, স্কুল সার্টিফিকেট, জন্ম প্রমাণ পত্র, আধার কার্ড/ভোটার কার্ড এবং তিন কপি ছবি)

(বিস্তারিত তথ্য ফোনের মাধ্যমে সংগ্রহ করুন)
প্রবেশিকা ফর্ম ই-মেলের মাধ্যমে চেয়ে পাঠান
darulsanaat.qadian@gmail.com
মুবাশ্বের আহমদ বাট, প্রিন্সিপ্যাল দারুস সানাত কাদিয়ান)
মোবাইল: ৯৮৭২৯২৩৩৬৩

মহানবী (সা.)-এর বাণী

'সর্বদা সত্য বল, যখন তোমার কাছে কোন গচ্ছিত সম্পদ রাখা হয়, তখন তা আত্মসাৎ করো না আর সর্বদা প্রতিবেশীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।"

(বাইহাকি, ফি শোয়েবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: Anowar Ali, Jamat Ahmadiyya Abhaipuri (Assam)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 6 June, 2019 Issue No.23

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

প্রবেশিকা পরীক্ষা

জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ান

জামিয়া আহমদীয়া কাদিয়ান হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দ্বারা স্থাপিত সেই পবিত্র প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে এ যাবৎ শত-সহস্র উলেমা, মুবাল্লিগীন বের হয়ে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার গুরু দায়িত্ব পালন করছেন। সৈয়্যদানা হুযুর আনোর (আই.) অনেক স্থানে আহমদী ছাত্রদেরকে মসীহ মওউদ (আ.) দ্বারা স্থাপিত এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষা অর্জন করে জামাতের সেবা করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অতএব হুযুর আনোয়ারের নির্দেশের আলোকে সমধিক হারে ওয়াকফীনে নও এবং গায়ের ওয়াকফীনে নও ছাত্রদেরকে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হয়ে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে জামাতের সেবার জন্য আত্মোৎসর্গ করা উচিত। যে সমস্ত ছাত্ররা জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক তারা ওয়াকফে নও বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং যথাশীঘ্র ভর্ত্তির ফর্ম পুরণ করে ৩০ শে জুন পর্যন্ত ওয়াকফে নও অফিসে পাঠিয়ে দিন। জামেয়া আহমদীয়ার জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা সংঘটিত হবে ১৫ই জুলাই, ২০১৯।

ভর্তির শর্তাবলী:

১) মাধ্যমিক পাস ছাত্রদের জন্য বয়স সীমা ১৭ বছর এবং উচ্চমাধ্যমিক পাস ছাত্রদের জন্য ১৯ বছর। হাফিজদের জন্য ব্যাতিক্রমী ছাড় দেওয়া যেতে পারে।

২) জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তির জন্য ন্যাশনাল ক্যারিয়ার প্ল্যানিং কমিটি ওয়াকফে নও ভারত ছাত্রদের মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার মাধ্যমে জামেয়ার জন্য নির্বাচন করবে। লিখিত পরীক্ষায় কুরআন মজীদ, ইসলাম, আহমদীয়াত, দ্বিনী মালুমাত, উর্দু, ইংরেজি এবং সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কিত প্রশ্ন করা হবে।

৩) লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের কাদিয়ানের নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল টেস্টে উত্তীর্ণ হতে হবে। লিখিত, মৌখিক ও মেডিক্যাল টেস্টে উত্তীর্ণ হওয়ার পর সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ারের মঞ্জুরীক্রমে জামিয়া আহমদীয়ায় ভর্ত্তি নেওয়া হবে।

৪) স্নাতক ছাত্রদেরকে ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

জেলা আমীর, স্থানীয় আমীর, সদর জামাত এবং মুবাল্লিগ ও মুয়াল্লিমগণকে আবেদন করা হচ্ছে যে, মেধাবী, সুযোগ্য ও খিদমতে বিশেষভাবে আগ্রহী এবং পুণ্যের প্রতি আগ্রহ রয়েছে এমন ছাত্রদের নির্বাচন করে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তির জন্য প্রস্তুত করুন এবং যথাশীঘ্র তাদের ভর্ত্তির ফর্ম পুরণ করে ওয়াকফে নও অফিসে পাঠিয়ে দিন। ভর্ত্তির ফর্ম চেয়ে পাঠানোর ই-মেল ঠিকানা - waqfenau@qadian.in

In-Charge Waqf-e-Nau Department
Office Waqfe-Nau India (Nazarat Taleem)
M.T.A Building, Civil Line, Qadian
District: Gurdaspur, Punjab (India) Pin: 143516
Contact: 01872-5000975, 9988991775

(নাযির তালিম ও সদর ন্যাশনাল ক্যারিয়ার প্ল্যানিং কমিটি ওয়াকফে নও ভারত)

যুগ খলীফার বাণী

"আমরা প্রকৃত আহমদী তখনই হতে পারব যখন অস্থায়ী ও জাগতিক কামনা-বাসনা এবং আনন্দ-উপভোগকে নিজেদের উদ্দেশ্য পরিণত করব না।"

(খুতবা জুমা প্রদত্ত ৫ই মে, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

সদকাতুল ফিতর আদায়

আলহামদোলিল্লাহ মে মাসের প্রথম সপ্তাহে পবিত্র রমযান মাস শুরু হয়েছে। ইসলামে ফিতরানা আদায়ের জন্য এক 'সা' (যা প্রায় ২ কিলো ৭৫০ গ্রাম) -এর হার নির্ধারিত রয়েছে। জামাতের সদস্যদের উচিত সঠিকহারে রমযানের প্রথম বা দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে সদকাতুল ফিতর দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা। যেহেতু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ফসলের (চাউল, গম)-এর মূল্য ভিন্ন। এই কারণে নিজেদের স্থানীয় মূল্যে নির্ধারিত হার (২ কিলো ৭৫০ গ্রাম ফসল) অনুসারে ফিতরানার চাঁদা দান করুন।

পাঞ্জাবের জন্য এবছর সাদকাতুল ফিতর মাথাপিছু ৫৫ টাকা নির্ধারিত হয়েছে। স্থানীয় জামাতে অভাব-পীড়িত ও সদকা পাওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ থাকলে সদকাতুল ফিতরের মোট অর্থের নব্বই শতাংশ পর্যন্ত মজলিসে আমেলার পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিতরণ করা যেতে পারে। অবশিষ্ট অর্থ মরকযে জমা করে দিতে হবে। জামাতে যদি দরিদ্র ও সদকা পাওয়ার মত ব্যক্তি না থাকে তবে সেই জামাতে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার জামাতী খাতায় জমা করে দিতে হবে। স্পষ্ট থাকে যে, ফিতরানার অর্থ মসজিদ বা অন্যান্য প্রয়োজনে খরচ করার অনুমতি নেই।

ঈদ ফান্ড

এই চাঁদা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগ থেকে চলে আসছে। এই তহবিলের উদ্দেশ্যে ছিল এই যে, যেখানে আনন্দ-উৎসবের সময় মানুষ ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য বস্ত্র, আহার, নেমনতন্ন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের খরচ করে, অপরকে উপহারও দেয় সেখানে এই আনন্দের সময় ধর্মের উদ্দেশ্যও স্মরণ রাখা উচিত। আহমদী সদস্যরা বয়াতের সময়ই এই অঙ্গীকার করেছে যে, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিবে। এই কারণে প্রত্যেক আহমদীর কাছে এই প্রত্যাশা করা হয় যে, তারা উৎসব-আনন্দের সময় ধর্মের উদ্দেশ্যকে অবশ্যই স্মরণে রাখবে। এই উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে এই খাতে উপার্জনশীল আহমদী সদস্যরা একটাকা মাথাপিছু ঈদ ফান্ড হিসেবে চাঁদা দিত। প্রস্তাব হল এই যে, ঈদের দিন যে যৎসামান্য খরচ করা হয় তার অর্ধেক এই খাতে চাঁদা দেওয়া উচিত। ঈদ ফান্ডের চাঁদা ঈদের পূর্বে যে কোন দিন দেওয়া যেতে পারে। এটি কেন্দ্রীয় চাঁদা। এর পুরোটাই সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার কোষাগারে জমা হওয়া আবশ্যক। এর থেকে স্থানীয়ভাবে কোন অর্থ খরচ করার অনুমতি নেই।

(নাযির বায়তুল মাল আমাদ, কাদিয়ান)

রোযার তাৎপর্য সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন:

"আমাদের দেহে দৈনিক যে আধ্যাত্মিক বিষ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি ব্যবস্থা করেছেন এবং সারা বছর যে বিষ জমা হয়, তা দূর করার জন্য আরেকটি ব্যবস্থা করেছেন। অর্থাৎ দৈনিক যে আধ্যাত্মিক বিষ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য তিনি দৈনিক পাঁচ বারের নামাযের ব্যবস্থা করেছেন এবং সারা বছর যে বিষ জমা হয় তা দূর করার জন্য রমযানে এক মাসের রোযা রাখার ব্যবস্থা করেছেন। রোযা না রাখার ফলে বছরব্যাপী পুঞ্জীভূত বিষ বাড়তেই থাকে এবং এর ফলে সেই ব্যক্তির মাঝে এরূপ কাঠিন্য এবং এরূপ দৃষ্টিহীনতার সৃষ্টি হয় যে, খোদা তা'লা তার সামনে এলেও তাঁকে সে চিনতে পারে না। যেমন কোন ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি হারালে তার অত্যন্ত নিকটাত্মীয় সম্মুখে দাঁড়ালেও সে তাকে চিনতে পারে না। অনেকে মনে করে, তারা রোযা রেখে খোদার বড়ই উপকার করেছে। এরূপ মনে করার মত নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই নেই। চিকিৎসক যখন কোন রুগীর চিকিৎসার প্রয়োজনে রক্তক্ষরণ করলে যদি সে রুগী মনে করে যে সে রক্ত দিয়ে ডাক্তারের উপকার করেছে তা হলে তার থেকে বড় নির্বোধ আর কে আছে? ঔষধ যতই তিক্ত হোক তা রুগীর জন্য কল্যাণজনক। তদ্রুপ যখন কেউ রমযান মাসে রোযা রাখে, তখন সে খোদা তা'লার কোন উপকার করে না, বরং এটা তার উপর খোদার অনুগ্রহ যে তিনি এরূপ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুতরাং এ মাসের প্রতি সম্মান দেখানো আমাদের বিশেষ কর্তব্য। আমরা এ দিনগুলির যত বেশি সদ্ব্যবহার করব, আমাদের অন্তরের পুঞ্জীভূত বিষ ততই দূর হয়ে যাবে যেগুলি ভিতরে ভিতরে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে নষ্ট করে দিচ্ছিল।" (আল-ফযল, ১৯ শে ডিসেম্বর, ১৯৬৫)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir